রাঁচি, বুধবার

22:03:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

ঘরে-বাইরে 7 বাংলাদেশেররোহিঙ্গাদের শিবিরে....

ঝাড়খন্ড 5 আধার কার্ড, পাসপোর্টসহ ..

সম্পাদকীয় 4 কার্বন নির্গমনের .

রাশিয়াকে চীনের..

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>159 >>07 Chaitra 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৫৯ >> << ০৭ই, চৈত্র ১৪২৯>>

ইইউ ও ব্রিটেনের নিষেধাজ্ঞার তীব্র প্রতিক্রিয়া ইরানের

তেহরান ঃ ইরানের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিটেন নিষেধাজ্ঞা আরোপে পুনরাবৃত্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সমুচিত জবাব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ান। সোমবার বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাদজা লাহবিবের সঙ্গে ফোনালাপে তিনি বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে সাংঘর্ষিক এবং নিষেধাজ্ঞামূলক নীতির বিরুদ্ধে তেহরান সমানুপাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গত সোমবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘোষণা করেছিল যে তারা বিচার বিভাগের কিছু সদস্য, ইরানি সংসদের একজন এমপি, কিছু ধর্মীয় নেতা এবং ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান ব্রডকাস্টিং'এর একজন সিনিয়র কর্মকর্তাসহ আরো আট ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছে। এছাড়া সোমবার ব্রিটেন ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ডবাহিনী বা আইআরজিসি'র আরও কিছু সিনিয়র কর্মকর্তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এদের মধ্যে কিছু কর্মকর্তা এই বাহিনীর আর্থিক বিনিযোগে পরিচালনার জন্য দায়ী বলে ব্রিটেনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 58074.68 +445.73

NIFTY : 17107.50 +119.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °C	16.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.00 টা

সূর্যোদয় (কাল) >> 05.51 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 55,070 টাকা./10 গ্রাম

সোনা (ক্রয়) 52,450 টাকা./10 গ্রাম

রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

তুর্কি শিশুদের জন্য বসনিয়ান শিক্ষার্থীদের খেলনা উপহার

তুরস্ক ঃ বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার একটি গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের জন্য খেলনা সংগ্রহ করেছে। তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদুলু জানিয়েছে, জেলজেজনো পোলজে আব্দুলভেহাব ইলহামিজা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষক এবং পিতামাতার সঙ্গে উপহারগুলোর ব্যবস্থা করেছে। সেই সঙ্গে গত ৬ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ তুরস্কে আঘাত হানা শক্তিশালী ভূমিকম্পের শিকার মানুষদের সম্মানে একটি নাটক মঞ্চস্থ করে। অপরদিকে প্রতিবেশী মন্টিনিগ্রোতে পেনশনভোগীদের একটি সমিতি প্রায় এক লাখ মার্কিন ডলার নগদ অর্থ সংগৃহ করেছে, যা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ব্যয় করা হবে। এ ছাড়া বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা এবং পশ্চিম বলকান অঞ্চলের দেশগুলো ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য সাহায্য প্রকল্প এবং অনুদান সংগ্রহের অভিযান চালু করেছে। আনাদোলু বলেছে, সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে ভূমিকম্পে তুরস্কে কমপক্ষে ৫০ হাজার ৯৬ জন নিহত হয়েছে। অপরদিকে জাতিসংঘের হিসাব মতে, পার্শ্ববর্তী সিরিয়ায় ভূমিকম্পে ৬ হাজারের মতো মানুষ নিহত হয়েছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি সিরিয়া ও তুরস্ক সীমান্তে আঘাত হানে ৭ দশমিক ৮ মাত্রা ভয়াবহ ভূমিকম্প। এতে তুরস্কের ১১টি প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুই লক্ষাধিক ভবন ধসে পড়েছে। সব মিলিয়ে দেশটিতে প্রায় এক কোটি ৩০ লাখের বেশি মানুষ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন।

মন্ত্রীকে ফোন দিয়ে ১০ কোটি টাকা চাঁদা দাবি

নাগপুর ঃ ১০ কোটি টাকা চাঁদা চেয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নিতিন গড়কড়িকে ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে। দাবি না মেটালে তার ওপর প্রাণঘাতী হামলা হবে বলে হুশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

নাগপুর পুলিশের এক কর্মকর্তার বরাতে ভারতীয় গণমাধ্যমে বলা হয়, 'মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ি এবং নাগপুর অরেঞ্জ সিটি হাসপাতালের বিপরীতে জনসংযোগ দফতরে ৩টি ফোন এসেছে। যিনি ফোন করেছিলেন, তিনি নিজেকে জয়েশ পূজারি ওরফে জয়েশ কাঁথা বলে পরিচয় দেন। ওই ব্যক্তিই ২ মাস আগে নিতিনকে হুমকি দিয়ে ফোন করেছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি। নাগপুর পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রাহুল মদানে জানান, মঙ্গলবার সকালে ফোন আসে বাড়িতে। পরে বেলা ১২টা নাগাদ জনসংযোগ দপ্তরে ২টি ফোন আসে। পুলিশ জানিয়েছে, কণ্ঠস্বর মিলিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রীর নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

গত ১৪ জানুয়ারি গড়কড়ির দফতরে ফোন করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল জয়েশ পূজারি নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। সেবারও তিনটি ফোন এসেছিল।

সৌদিতে রোজা শুরু বৃহস্পতিবার

রিয়াদ ঃ সৌদি আরবে মঙ্গলবার রমজানের বাঁকা চাঁদ দেখা যায়নি। কাজেই বিশ্বজুড়ে কয়েক কোটি মুসলমানের জন্য বৃহস্পতিবার থেকে মাসটি শুরু হতে যাচ্ছে।

সৌদি আরবের চাঁদ দেখা কমিটি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দেশটির কোথাও রমজান মাসের চাঁদ দেখা যায়নি বলে জানিয়েছে। খবর আল আরাবিয়ার।

মুসলিম বিশ্ব সাধারণত চন্দ্র পঞ্জিকা অনুসরণ করেন এবং ঐতিহ্যবাহী চাঁদ দেখা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এতে কোনো কোনো দেশ এক কিংবা দুদিন পরও রোজা রাখা শুরু করে।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবের মতো সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, মিসর, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং সিঙ্গাপুরেও বৃহস্পতিবার থেকে রোজা শুরু হবে।

সাধারণত সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর একদিন পর বাংলাদেশের আকাশে চাঁদ দেখা যায়। ফলে বাংলাদেশে রোজা ও ঈদ পালন হয় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর পরদিনই।

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি হচ্ছে রোজা। এ সময় মুসলমানরা এবাদতের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজেও অংশ নেন।

ভূমিকম্পে তুরস্কের ক্ষতির পরিমাণ জানালেন এরদোগান

তুরস্ক ঃ গত মাসে তুরস্ক ও সিরিয়ায় যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে, তাতে কেবল তুরস্কেই আনুমানিক ১০ হাজার ৪০০ কোটি ডলার ক্ষতির পরিমাণ ছাড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান।

তুরস্ক ও সিরিয়ায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করতে চাওয়া দাতা সংস্থাগুলোর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দেওয়া বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, তার দেশ আগামী বছরের মধ্যে তিন লাখ ১৯ হাজার বাড়িঘর পুনর্নির্মাণের লক্ষ্য ঠিক করেছে। সোমবার ব্রাসেলসের সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে এরদোগান বলেন, ৫১ হাজারের বেশি লোক মারা গেছে। এক লাখ ৫ হাজারের বেশি আহত। প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী, ক্ষতির পরিমাণ ছাড়িয়েছে ১০ হাজার ৪০০ কোটি ডলার। তিনি বলেন, সংকটের যে মাত্রা, তাতে একক কোনো দেশের পক্ষেই এটা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এই দুঃসময়ে আমাদের বন্ধুরা যেভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তা আমরা কখনই ভুলব না।

অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ফন ডের লায়েন বলেছেন, তারা তুরস্কের পুনর্গঠন উদ্যোগে সহায়তা হিসেবে ১০৭ কোটি ডলার দিচ্ছেন, আর ভূমিকম্পে ৬ হাজার নিহত সিরিয়াকে দিচ্ছেন আরও ১১ কোটি ৫০ লাখ ডলার। তুরস্কে ক্ষতি নিয়ে এরদোগানের সঙ্গে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপির ধারণারও মিল পাওয়া যাচ্ছে। ইউএনডিপি বলেছে, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পুনর্নির্মাণে তুরস্ককে অন্তত ১০ হাজর ৩৬০ কোটি ডলার বা ২০২৩-এর প্রাক্কলিত জিডিপির ৯ শতাংশ জোগাড় করতে হবে।

নিষেধাজ্ঞা

গার্মি ঠিক কখন বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে, তা এখনো অনুমান সাপেক্ষ

এত নিষেধাজ্ঞার পরও কেন বিপাকে পড়ল না রাশিয়া?

নিউ ইয়র্ক ঃ রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পরেই একের পর এক নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তবু ইউরোপের জিনিস রাশিয়া পৌঁছাচ্ছে।

গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেন হামলার পর থেকে ইইউ অন্তত দশবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। রাশিয়া থেকে আমদানি ও রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। সমুদ্রপথে রাশিয়া থেকে তেল আসছে না।

তেল, গ্যাস ও পেট্রো পদার্থের দামের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও ২০২২ সালে রাশিয়ার অর্থনীতির ওপর যতটা চাপ আসবে বলা হয়েছিল, তা হয়নি।

ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সের প্রধান অর্থনীতিবিদ রবিন ব্রুকস বলেছেন, রাশিয়ার ওপর ইইউ যখন নিষেধাজ্ঞা জারি করল, তখন তেলের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। কারণ তখন ভয় ছিল, এই কাজ করলে বিশ্বজুড়ে তেলের দাম অনেকটাই বেড়ে যাবে। তার চাপ সামলাতে গিয়ে বিপাকে পড়বে দেশগুলো।

ব্রুকস জানিয়েছেন, এর মানে এই নয় যে, নিষেধাজ্ঞা কাজ করেনি। কিন্তু এটিও ঘটনা, তেল বিক্রি করে রাশিয়ার হাতে প্রচুর অর্থ জমা হয়েছে।

ব্রাসেলসের থিংক ট্যাংক ব্রুগেলসের মারিয়া ডেমের্টজিস বলেছেন, এখন তাই নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি তা কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার ওপরে জোর দেওয়া হচ্ছে।

জার্মান অর্থ মন্ত্রণালয় ফেব্রুয়ারিতে একটি পেপার প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, ইইউ থেকে জিনিস তৃতীয় কোনো দেশে যাচ্ছে। সেখান থেকে জিনিসগুলো রাশিয়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। জার্মানির অর্থমন্ত্রী এই পেপার প্রকাশ করে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, উচ্চপ্রযুক্তির জিনিস রাশিয়ার সামরিক ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে।

ইইউর বর্তমান নিষেধাজ্ঞা অনুসারে, রাশিয়াকে কোনো প্রযুক্তি হস্তান্তর করা যাবে না। সেমি কন্ডাকটর, ইলেকট্রনিক ও ইলেকট্রিক্যাল জিনিস রাশিয়ায় পঠানো যায় না। ড্রোন, এনক্রিপশন টুলসও সেখানো পাঠানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে।

কোনো সরকারি নথি নেই, তবু সন্দেহ আছে। মারিয়া বলেন, যেসব দেশ রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি, তাদের ওপরই সন্দেহ গিয়ে পড়ছে। তার মতে, এ ক্ষেত্রে দুটি প্রধান দেশ হলো চীন ও তুরস্ক।

ইউরোপীয় ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্টের প্রধান অর্থনীতিবিদ জ্যাভোরসিক এ তালিকায় আরও তিনটি দেশের নাম যোগ করেছেন কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান ও আর্মেনিয়া।

অনলাইন সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, যদি ইইউ থেকে রাশিয়ায় রপ্তানির বিষয়টি দেখা হয়, তা হলে তা ৬০ শতাংশ কমেছে। কিন্তু একই সঙ্গে কিরঘিজস্তান, কাজাখস্তান, আর্মেনিয়ায় রপ্তানি অনেকটা বেড়েছে। এই দেশগুলো বেলারুশ ও রাশিয়ার সঙ্গে একসঙ্গে ইউরেশিয়ান কাস্টমস ইউনিনে আছে। তাই একবার এসব দেশে কোনো জিনিস পৌঁছে গেলে, তার ওপর আর নজর রাখা সম্ভব নয়। যে জিনিসগুলি সরাসরি রাশিয়া যেত, তা এখন এসব দেশের মাধ্যমে যাচ্ছে।

জার্মানির অর্থ মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, তারা ইইউ কমিশনের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে। জার্মানি তার বাণিজ্যিক সহযোগী দেশগুলোর ওপর কড়া নজর রাখছে। দেখা হচ্ছে, এখান থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো জিনিস রাশিয়ায় যাচ্ছে কিনা।

এ ছাড়া কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যেমন তুরস্কের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যাওয়ার অভিযোগ ছিল। তারাও এখন সম্ভবত তা বন্ধ করেছে। ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথ বিবৃতি জারি করে বলেছে, নিষেধাজ্ঞা আরও কড়াভাবে রূপায়ণ করা হবে।

আলু রাখার গাড়ির ভিড়ে আটকে পড়া উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে পৌঁছে দিলেন বোর্ডের জয়েন্ট কনভেনর

জলপাইগুড়ি ঃ হিমঘরের আলু রাখার গাড়ির ভিড়ে আটকে পড়া এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে সঠিক সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিলেন বোর্ডের জয়েন্ট কনভেনর নিজেই। পরীক্ষার জন্য হাতে মাত্র দশ মিনিট সময় ছিল। ওই সময়ের মধ্যেই নিজের গাড়িতে ছাত্রীকে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে ছুটে যান উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের জয়েন্ট কনভেনার অঞ্জন দাস।শনিবার এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ির সদর ব্লকের বাহাদুর কোল্ড স্টোরেজ সংলগ্ন এলাকায়।১৭ তারিখ থেকে হিমঘরগুলোয় আলু রাখার কাজ শুরু হয়েছে। এজন্য প্রতিটি হিমঘরের সামনে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে সারি সারি আলু বোঝাই গাড়ি। জানা গেছে এই এলাকায় প্রায় ৬০০ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রয়েছে। এই ছাত্রীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে যাতে কোনও সমস্যায় না পড়তে হয় এজন্য সকাল থেকেই এখানে নিজের দায়িত্ব পালন করছিলেন উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের জয়েন্ট কনভেনার অঞ্জন সেন। তখন তিনি এক ছাত্রীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। পরীক্ষা শুরু হতে তখন মাত্র দশ মিনিট সময় বাকি। এজন্য তড়িঘড়ি করে তিনি নিজেই ওই ছাত্রীকে যানজট কাটিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেন। উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের জেলা জয়েন্ট কনভেনর অঞ্জন দাস বলেন, ছাত্রীটি হয়তো সঠিক সময়ে গাড়ি পায়নি। তখন হাতে সময় খুব কম ছিল। তাই দ্রুত নিজের গাড়িতে ওই পরীক্ষার্থীকে নিয়ে সঠিক সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছি।

শিলিগুড়িতে পুর পরিষেবায় নামানো হল ৪টি নতুন গাড়ি

শিলিগুড়ি ঃ ১ কোটি ১৩ লক্ষ্য ৭৭ হাজার ৬৬০ টাকা ব্যয়ে ৪ টি নতুন গাড়ির উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব।এদিন দুটি ৮হাজার লিটারের সাকস্যান কাম জেটিং মেশিন গাড়ি,একটি মোবাইল সার্ভিস ভ্যান ও একটি ডগ ক্যাচার ভ্যানের উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব।জানা গিয়েছে, সাকস্যান কাম জেটিং মেশিন ড্রেনের মধ্যে জমে থাকা নোংরা আবর্জনা টেনে বের করবে পাশাপাশি ড্রেন ব্লকেজ হলে সেখানে জেটিং মেশিনের সাহায্যে ব্লকেজ খুলে দেওয়া হবে।এছাড়া মোবাইল সার্ভিস ভ্যানটি বিভিন্ন জায়গায় রিপিয়ারিং এর কাজ করবে।পথ কুকুরদের জন্যও একটি ভ্যান কাজ করবে।এদিন সবুজ পতাকা দেখিয়ে ৪টি গাড়ির উদ্বোধন করেন মেয়র, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ ও পুর আধিকারিকেরা।

ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং ল্যাবরেটরির উদ্বোধন হলো শামুকতলায়

আলিপুরদুয়ার ঃ ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং ল্যাবরেটরির উদ্বোধন হলো শামুকতলায়।শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের পাশের বিদ্যুৎ দপ্তরের বিল্ডিং এর উদ্বোধন করলেন শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পবন রাই।আলিপুরদুয়ার জেলার সাঁতালি গ্রাম পঞ্চায়েতের পর এবার শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে এই ল্যাবরেটরির উদ্বোধন হলো সরকারিভাবে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ঠিকাদাররা স্বল্প ব্যয়ে বালি পাথর মাটি টেস্টিং করতে পারবেন এই ল্যাবরেটরি থেকে এমনটাই জানিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পবন রাই। শুক্রবার এই ল্যাবরেটরির শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী এবং পঞ্চায়েত সদস্যগণ।

আঁধার ঘুচল ফালাকাটার হেদায়েত নগরে। এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানানোর কথা ভোলেননি ওই পরিবার টি

আলিপুরদুয়ার ঃ সম্প্রতি ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ শিলাবৃষ্টিতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্ধকারে ঢেকে যায় এলাকা। বিভিন্ন জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ে। ব্যাপক ফসলের ক্ষতি হয়। রাজ্যে এখন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। এই ঘটনায় চরম সমস্যায় পরে যায় ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেদায়েত নগর এলাকার এক পরীক্ষার্থী। ওই পরীক্ষার্থী পরিবারের সদস্যরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করেন এবং মাত্র কয়েক ঘণ্টায় সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এক ডাকে অভিষেক এর দ্বারস্থ হন সংশ্লিষ্ট এলাকার ওই পরিবারটি। ফোন করতেই মুশকিল আসান। জ্বলে উঠল বিদ্যুৎ। আঁধার ঘুচল ফালাকাটার হেদায়েত নগরে। এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানানোর কথা ভোলেননি ওই পরিবার টি।

ভুতনির শংকর টোলা বাঁধ সংলগ্ন বাঁধে সরকারি গাছ কাটার ঘটনার ঘিরে চাঞ্চল্য

মালদা ঃ ভুতনির শংকর টোলা বাঁধ সংলগ্ন বাঁধে সরকারি গাছ কাটার ঘটনার ঘিরে চাঞ্চল্য।যদিও ঘটনায় ভয়ে মুখ খুলতে নারাজ স্থানীয়রা।এবিষয়ে বামনেতা শ্যামল বসাক অভিযোগ করে বলেন এই ঘটনা রাতের অন্ধকার বাদী ভালো কে গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এ বিষয়ে আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম প্রশাসনের তরফ থেকে এখনো কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি আগামী দিনে আবার গাছ লাগানোর শুরু করব আমরা এবং বিক্ষোভ কর্মসূচী করবো তিনি আরো বলেন এই গাছ কাটা পিছনে শাসক ও প্রশাসনের যোগ সাজসে চলছে এই গাছ কাটা।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় নির্মীয়মান জলাধারে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করাই কাজ বন্ধ করলো এলাকাবাসীরা

মালদা ঃ মালদার মানিকচকের নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় নির্মীয়মান জলাধারে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করাই কাজ বন্ধ করলো এলাকাবাসীরা। আনুমানিক তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই জলাধারটি নির্মাণের কাজ চলছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ অতি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। ঠিকাদারকে বহুবার বলা সত্ত্বেও তারা ঠিকমতো কাজ না করায় কাজ বন্ধ করা হয়েছে। ব্লক প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং সঠিক কাজ বুঝে নেওয়ার কথা বলেছেন স্থানীয়দের।সঠিক কাজ না হলে বন্ধ থাকবে কাজ এমনটাই জানান স্থানীয় লোকজন।

রাস্তার ধারে ঝোপ থেকে বস্তাবন্দি নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল

শিলিগুড়ি ঃ রাস্তার ধারে ঝোপ থেকে বস্তাবন্দি নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল।নকশালবাড়ির স্টেশনপাড়ার প্রেমনগর এলাকার ঘটনা।শুক্রবার স্থানীয়রা রাস্তার ধারে ঝোপে বস্তার ভেতরে নবজাতকের মৃতদেহ দেখতে পান।পরে ঘটনার খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ি মহাকুমার নকশালবাড়ি থানার পুলিশকে।পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসে। নবজাতকের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সভা বয়কট করলেন বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী

উত্তর দিনাজপুর ঃ তৃনমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের শুক্রবারের সভা বয়কট করলেন ইসলামপুরের বিদ্রোহী বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী।পঞ্চায়েত ভোটের আগে শুক্রবার কালীঘাটে সভানেত্রী রাজ্যের সমস্ত বিধায়ক, সাংসদ, জেলা সভাপতি এবং চেয়ারম্যানদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন। সেই বৈঠকে দলের তরফ থেকে কোন পরিচিত নেতা তাকে ফোন করেননি। একজন অপরিচিত ব্যাক্তি তাকে ফোন করে শুক্রবারের বৈঠকের কথা জানিয়েছিলেন। তিনি সেই ফোন ধরেননি। তার ছেলে ইমদাদ চৌধুরী সেই ফোন ধরে তার মতামত জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এও জানিয়েছেন, ইসলামপুরের তার বিরোধী লোকদের দলের নেতৃত্বে আনা হচ্ছে। তাদের পরিবর্তনের প্রস্তাব দিলে সুব্রত বক্সী তাকে রিজাইন দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।তিনি সুব্রত বক্সীকে বেলাগাম লোক বলতেও ছাড়েননি। করিম চৌধুরীর অভিযোগ দীর্ঘ চার থেকে পাঁচ বছর যাবদ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার কোন কথা হয় না। মুখ্যমন্ত্রী তার সঙ্গে কোন রকম কুশল বিনিময় করেননি। তার ঘোষিত বিদ্রোহী বিধায়ক হিসেবেই তিনি থাকতে চান।

পরীক্ষার্থীদের সম্মানিত করতে সহায়ক পুলিশ সদস্যরা

শিলিগুড়ি ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথমদিন শিলিগুড়িতে ভুল পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে বিপাকে পড়েছিল দুই পরীক্ষার্থী।কিন্তু শেষে পুলিশের সহযোগিতায় পরীক্ষা দিতে পারে দুই পরীক্ষার্থী।পুলিশের এই কাজকে সাধুবাদ জানিয়ে শুক্রবার শিলিগুড়ি থানার আইসি অনুপম মজুমদার এবং এসআই গোপাল চন্দ্র মন্ডলকে সংবর্ধনা জানানো হল।শুক্রবার শিলিগুড়ি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আইসি অনুপম মজুমদার এবং এসআই গোপাল চন্দ্র মন্ডলকে সংবর্ধনা জানানো হয়।এদিন ফুল ও মেমেন্টো দিয়ে সংবর্ধনা জানান শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতি এবং নবচেতনার সদস্যরা।

গৃহবধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো শনিবার সকালে মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত ৩২০ কোঠাবাড়ি এলাকায়

মালদা ঃ গৃহবধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো শনিবার সকালে মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত ৩২০ কোঠাবাড়ি এলাকায়। মৃতদেহ আনা হলো ময়নাতদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত গৃহবধুর নাম ঝুমা হালদার বয়স (৩৬)বছর। পরিবারের রয়েছে স্বামী বিপুল হালদার, এক ছেলে ও এক মেয়ে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে আলো জানা যায় অন্যান্য দিনের মতো গতকাল রাতে খাওয়াদাওয়া করে ওই গৃহবধূ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সারারাত পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করে ওই গৃহবধূকে। আজ সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। তবে কি কারণে ওই গৃহবধূ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজি বাজার থানার পুলিশ।

মোবাইল চোর সন্দেহে দুই নাবালকে গণধোলাই

মালদা ঃ মোবাইল চোর সন্দেহে দুই নাবালকে গণধোলাই। শনিবার সকালে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ইংলিশ বাজার থানার কোতুয়ালি বাজারে। জানা যায় এদিন সকালে বাজার করতে আসা এক ব্যক্তির কাছ থেকে মোবাইল ফোন চুরি করে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে ওই দুই নাবালক। যদিও পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে ধরা পড়ে যায় তারা। শুরু হয় উত্তম মধ্যম প্রহার। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংলিশ বাজার থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গেছে তাদের বাড়ি ঝাড়খাণ্ডে। এর আগেও কোতুয়ালি বাজার থেকে মোবাইল ফোন চুরির ঘটনা ঘটেছে। অনুমান করা হচ্ছে চুরির পেছনে এই দুই নাবালক জড়িত। যদিও পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু হয়েছে ।

একই পরিবারের দুই সন্তান নিখোঁজ

মালদা ঃ একই পরিবারের দুই সন্তান নিখোঁজ।একজন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র এবং অপরজন ষষ্ঠ শ্রেণীর।বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি ঘরে। কেটে গেছে এক রাত। পুলিশের দ্বারস্থ পরিবার। অপহরণের আশঙ্কা করছেন পরিবারের লোকেরা।ক্রমশ দানা বাঁধছে রহস্য।সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে জানা গেছে নিখোঁজ হওয়া দুই ছাত্রের পরিবার সক্রিয় ভাবে শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত। ফলে ঘটনায় লেগেছে রাজনীতির রং। তৃণমূলের সৌজন্যেই এলাকার আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে অভিযোগ বিরোধীদের। পাল্টা তৃণমূল। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার তালসুর গ্রামের ঘটনা।ওই গ্রামের বাসিন্দা কালু পাশমান পেশায় ব্যবসায়ী।তার ছেলে কুনাল পাসমান এবং ভাইয়ের ছেলে রাজবির পাসমান গতকাল শুক্রবার রাত পৌনে আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হয়।তারপর থেকেই দুইজনে আর বাড়িতে ফেরেনি।কুনাল স্থানীয় মিতনা হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র এবং রাজবীর ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র।বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কুনালের পরণে ছিল নীল রঙের জামা এবং জিন্সের প্যান্ট। রাজবিরের পরনে ছিল আকাশী রঙের জামা এবং জিন্সের প্যান্ট। কালু পাশমান দোকান থেকে এসে জানতে পারে তারা দুইজন এখনও বাড়ি ফেরেনি।তারপর রাতেই খোঁজাখুঁজি শুরু করে বাড়ির লোক।তন্ন তন্ন করে খোজা হয় সমগ্র এলাকা।খোঁজ নেওয়া হয় আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে।কিন্তু কোনো খোঁজ মেলেনি দুই ভাইয়ের। পরিবারের লোকেরা আশঙ্কা করে তাদের সন্তানদের অপহরণ করা হয়েছে। তারপরেই শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে।সন্তানদের ঘরে ফেরার অপেক্ষায় কান্নায় ব্যাকুল মায়েরা।দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে পরিবারের সকলের। তাদের একটাই আর্জি তারা যাতে সন্তানদের ফিরে পায়। যদিও অপহরণ করা হলে কে বা কারা করলো?কেনই বা করলো?তা নিয়ে ধন্দে পরিবারের লোকেরা।কালু পাশমান এবং তার পরিবার তৃণমূল করে।ফলে সমগ্র ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে রাজনীতি। তৃণমূলের আশঙ্কা তাদের কর্মীদের সন্ত্রস্ত করার জন্য এটা বিরোধীদের চক্রান্ত হতে পারে। সাথে তাদের দাবি পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় রয়েছে শীঘ্রই এর কিনারা করবে। যদিও পাল্টা বিজেপির দাবি তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে এই ঘটনা ঘটতে পারে। পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় নেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে এই এলাকায়।পাশেই বিহার।হতেই পারে কোন শিশু পাচার চক্র সক্রিয় হয়েছে। সমগ্র ঘটনা জানাজানি হতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সারা গ্রামে।নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন অভিভাবকরা।

বাজেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বরাক উপত্যকার বিধায়ক দ্বীপায়ন চক্রবর্তী, মিহির কান্তি সোম

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম বিধানসভার অধিবেশনে সোমবার বাজেট নিয়ে আলোচনায় বিজেপি বিধায়ক দ্বীপায়ন চক্রবর্তী এবং মিহির কান্তি সোম সরকারের ব্যাপক প্রশংসা করে বরাক উপত্যকার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ বিধানসভায় দাখিল করা ২০২৩-২৪ সালের বাজেট নিয়ে আলোচনা সময় শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দ্বীপায়ন চক্রবর্তী বলেন এটা এক জনকল্যাণমুখী সর্বস্পর্শী বাজেট। জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের এই বাজেটের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন শিলচর বিধায়ক। তিনি বলেন এই বাজেটে ইতিহাস গড়তে চলেছে অসম সরকার। বিশেষ করে বাজেটে জিটিপিএস সংক্রান্তে এই কথা বলেন তিনি। বিধায়ক দ্বীপায়ন চক্রবর্তী বলেন সর্বস্পর্শী বাজেট রাজ্যবাসীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সরকারের ৭৯ টি মন্ত্রিসভার বৈঠকের মধ্যে দশটি কেবিনেট গুয়াহাটির বাইরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯ নভেম্বর শিলচরে একটি কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভার বৈঠকের মাধ্যমে শিলচরের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন এক লক্ষ চাকরি দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিমধ্যে ৪২ হাজার চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী মে মাসে আরো ৪০ হাজার নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে সরকার। তিনি বললেন ২০১৬ এর আগে রাজ্যে ব্যাপকভাবে বন্ধ ধারণা আঃদোলন ইত্যাদির পরিবেশ ছিল। কিন্তু ২০১৬ সালের পরেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়েছে। বরাক উপত্যকার বেহাল সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। শিলচর শহরে ১১ টি আদর্শ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাঙ্গিরখারির নালার গার্ড ওয়াল এর জন্য ৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শিলচর শহরের যানজট সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্লাইওভার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জিসি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতি করনের জন্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। শিলচর গুয়াহাটি আকাশ পথে যাতায়াত সেবা উন্নয়ন করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দ্বীপায়ন চক্রবর্তী। একইভাবে বরাক উপত্যকার অপর একজন বিধায়ক মিহির কান্তি সোম বলেন দীনদয়াল উপাধ্যায়ের চিন্তাধারা নিয়ে এই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। আগের কংগ্রেস সরকার ব্যাপকভাবে দুর্নীতি কাণ্ডে জড়িত ছিল। কংগ্রেস সরকার আমলে গরিবি দূর করার পরিবর্তে গরিব দূর হয়ে গেছিল। কিন্তু বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন সাধারণ মানুষ। কোন ধরনের মধ্যভোগী ছাড়া সরাসরি ভাবে আমজনতার ব্যাংকের একাউন্টে রাজ সাহায্য পৌঁছে যাচ্ছে। সেই সময় অসম জঙ্গি সমস্যা সহ বিভিন্ন ধরনের অসুবিধায় জর্জরিত ছিল। কিন্তু বর্তমান রাজ্যে ব্যাপকভাবে উন্নয়ন হয়েছে। সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। সে সঙ্গে চলছে সরকারের যাবতীয় প্রকল্প। রাজ্যের বিশেষ করে বরাক উপত্যকায় প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে যাওয়া ছাড়াও অন্যান্যভাবে উপকৃত হয়েছেন সাধারণ জনতা। বিজেপি সরকারের আমলে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক মিহির কান্তি সোম।

অজানা জন্তু ঘিরে আতঙ্ক জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি তে

জলপাইগুড়ি – অজানা জন্তু ঘিরে আতঙ্ক জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি তে।ঘটনাস্থলে বিন্নাগুরি ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেনের কর্মীরা এবং ধুপগুড়ি থানার পুলিশ বাহিনী রয়েছেন।ধুপগুড়ি পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডের রায়পাড়া এলাকায়। প্রাথমিকভাবে স্থানীয়রা অনুমান করছেন এটি একটি চিতা বাঘের শাবক।তবে আসলে সেটা কি এখনো পর্যন্ত কিন্তু অজানা বিষয়টি এখনো পরিষ্কার নয়। ঘটনাস্থলে প্রচুর লোক ভিড় জমান প্রাণীটিকে দেখার জন্য। ঘটনার স্থলে উপস্থিত রয়েছেন বিশাল পুলিশবাহিনী ও বনদপ্তরের কর্মীরা। প্রাণীটিকে উদ্ধার করলেই বোঝা যাবে আসলে সেটা কি।এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি অবশেষে বন বিভাগের কর্মীরা এসে জন্তুটিকে উদ্ধার করেন। জানা গেছে? এটি একটি লেপার্ড ক্যাট। ভয়ের কোন কারণ নেই। উদ্ধারের পর মনে দপ্তরের কর্মীরা নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে সেটিকে জঙ্গলে ছাড়া হবে বলে বল তো বন দপ্তর সূত্রের খবর। তবে লোকালয়ে প্রায়শই এভাবে বন্যপ্রাণীর আনাগোনা চিন্তায় বাসিন্দারা।

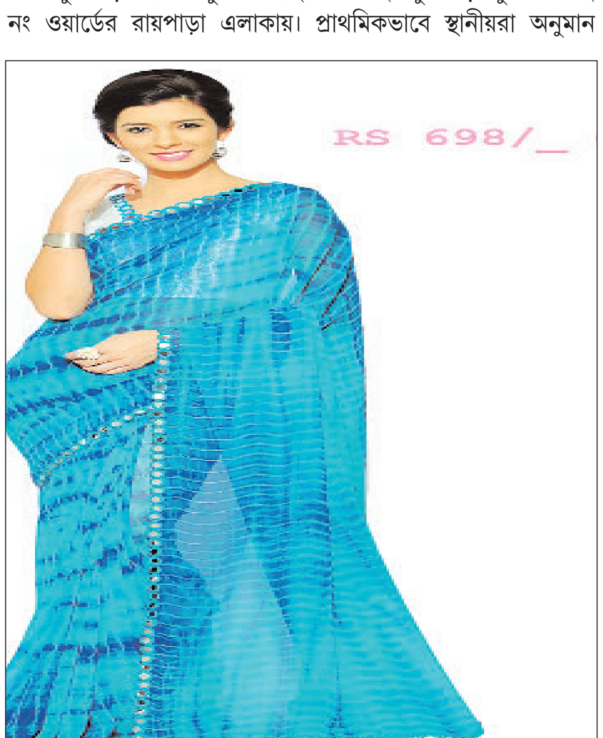

শতবর্ষ প্রাচীন দিনহাটা বার অ্যাসোসিয়েশনে শুরু হলো নির্বাচন

কোচবিহার ঃ শতবর্ষ প্রাচীন দিনহাটা বার অ্যাসোসিয়েশনে শুরু হলো নির্বাচন। শনিবার সকাল ১১ টা থেকে বার অ্যাসোসিয়েশনে নির্বাচন শুরু হয় চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।নির্বাচন পরিচালনা করছেন দুই আইনজীবী হরিহর রায় সিংহ এবং অভিজিৎ চাকি। সভাপতি সম্পাদক সহ মোট ১৭ টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করছে ৩৪ জন। সদস্য সংখ্যা ১১০ জন। এদিন সকাল থেকে টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে নির্বাচন শুরু হয়।এক পক্ষ নিজেদেরকে মহাজোটের প্রার্থী হিসেবে দাবি করলেও আরেক পক্ষ কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন কোন রকম রাজনীতির রং নেই তাদের মধ্যে। তবে একদিকে যেমন তৃণমূল মনোভাবাপন্ন আইনজীবীরা রয়েছেন, অন্যদিকে তাঁদের হারাতে বাম বিজেপি জোট তৈরি করেছে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় চালু হতে চলেছে ই বাস পরিষেবা

কোচবিহার ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় চালু হতে চলেছে ই বাস পরিষেবা। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার দিনহাটা রুটে ই বাস চালানোর জন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমকে সবুজ সংকেত দিয়েছে।উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই চার্জিং স্টেশন সহ ইবাস কেনার বরাদ্দ চেয়ে পরিবহন মন্ত্রকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় বলেন, ই বাস পরিষেবা শুরুর আবেদন রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরে করা হয়েছিল।পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী সবুজ সংকেত দিয়েছেন।খুব শীঘ্রই এই পরিষেবা চালু করা হবে।প্রথম পর্যায়ে চারটি বাস দিয়ে পরিষেবা চালু হতে চলেছে।কোচবিহারে এর জন্য একটি চার্জিং পয়েঃটও হতে চলেছে।উত্তরবঙ্গে এই প্রথম পাবলিক ই বাস পরিষেবা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা চালু করতে চলেছে বলে জানান পার্থপ্রতিম রায়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND

मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा

पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना

शैक्षणिक सत्र - 2023-24

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 15 मई 2023

युवाओं के सपनों को मिल रही उड़ान

1. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को मिलेगा लाभ
2. 31 विषयों में Masters/M Phil करने का अवसर
3. युनाइटेड किंगडम और नॉर्दन आयरलैण्ड के 110 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में उच्च शिक्षा
4. अधिकतम 25 छात्र/छात्राओं के लिए नि:शुल्क पढ़ाई की व्यवस्था
5. छात्रवृत्ति योजना के तहत ट्यूशन शुल्क, हवाई यात्रा शुल्क, वार्षिक देय भत्ता, वीजा शुल्क, मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान एवं अन्य व्यय का भी भुगतान
6. अधिकतम 35 वर्ष के छात्र/छात्राएं योजना का ले सकेंगे लाभ

आवेदन निम्न लिंक से करें

आवेदन करें:- www.mgos.jharkhand.gov.in

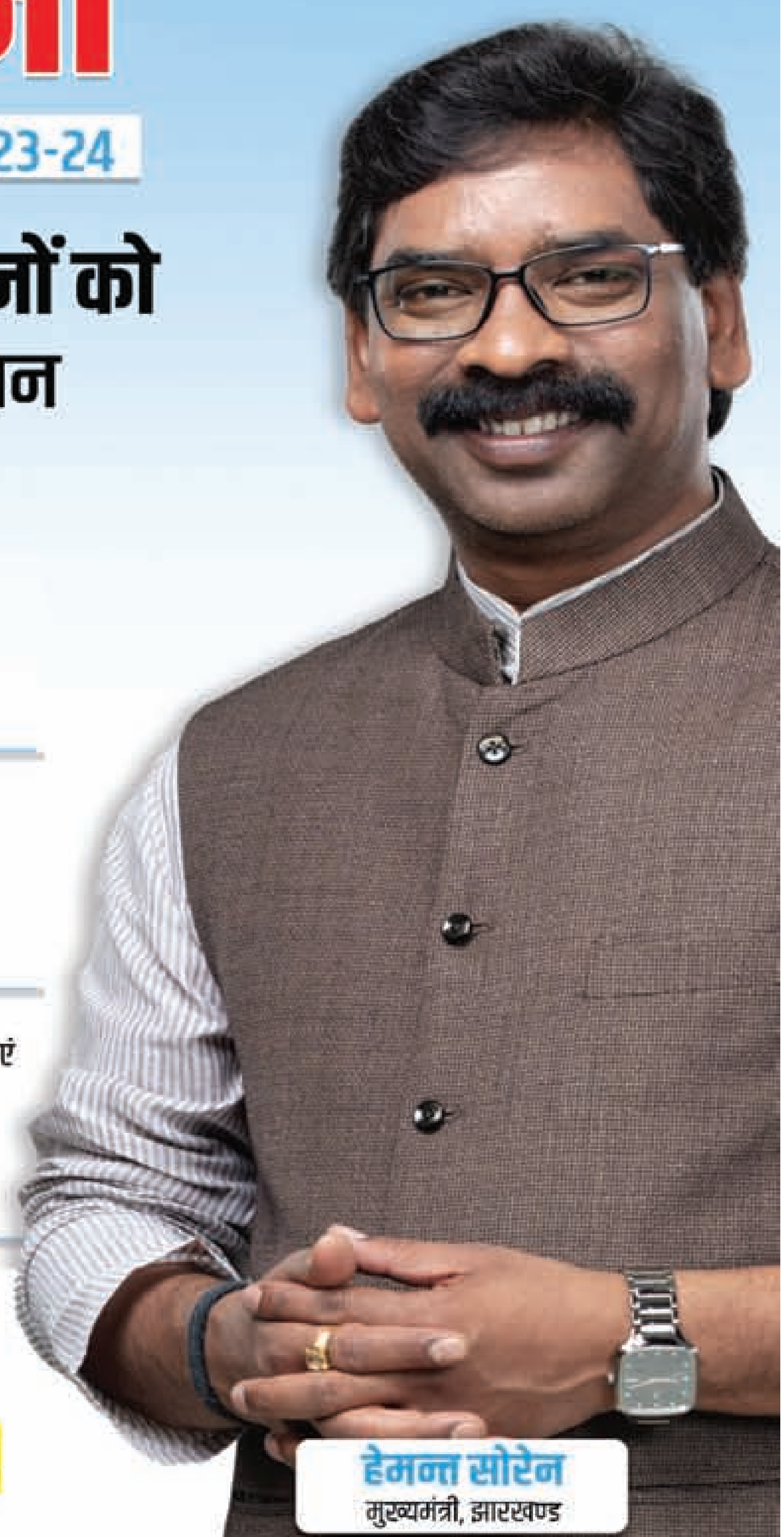

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

অধিকৃত ক্রাইমিয়ার উপর ইউক্রেনের হামলা

কখনো রাশিয়ার মূল ভূখণ্ড, কখনো রুশ অধিকৃত এলাকার উপর বিচ্ছিন্ন হামলা চালাচ্ছে ইউক্রেন। সোমবার ক্রাইমিয়ায় রুশ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে বলে সে দেশ দাবি করেছে। ইইউ যৌথভাবে ইউক্রেনের জন্য গোলাবারুদ কিনতে চলেছে। পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আরও অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের আশ্বাস পেয়ে ইউক্রেন রাশিয়ার হানাদার বাহিনীর উপর পালটা আক্রমণের পথে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সোমবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন যৌথ উদ্যোগে ইউক্রেনের জন্য গোলাবারুদ কেনার সিদ্ধান্ত সেই উদ্যোগকে আরও জোরালো করেছে। সোমবার ইইউ পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে আগামী ১২ মাসে ইউক্রেনের জন্য ১০ লাখ কামানের গোলা কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইইউ পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান জোসেপ বরেল বলেন, প্রাথমিকভাবে কিয়েভের জন্য গোলাবারুদ কিনতে ২০০ কোটি ইউরো বরাদ্দ করা হয়েছে। এমন অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিউস বলেন, বৃহত্তর কাঠামোগত বোঝাপড়ার আওতায় প্রতিরক্ষা বাজারে ইউরোপের শক্তি একত্রিত করা হচ্ছে। ইইউর ১৮টি দেশ ও নরওয়ের মধ্যে এই সহযোগিতার ফলে আপাতত ইউক্রেন বেশ লাভবান হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বেশ কয়েক মাস ধরে রক্ষণাত্মক প্রতিরোধ চালিয়ে আসার পর ইউক্রেন রাশিয়া অধিকৃত এলাকার উপর হামলা চালিয়েছে। সে দেশের সেনাবাহিনীর সূত্র অনুযায়ী সোমবার ক্রাইমিয়া উপদ্বীপের উত্তরে জানকোই অঞ্চলে এক হামলায় রাশিয়ার ক্রুজ মিসাইলের ভাণ্ডার ধ্বংস করা হয়েছে। সেগুলি রাশিয়ার ব্ল্যাক সি ফ্লিটের মাধ্যমে ইউক্রেনের উপর নিক্ষেপ করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল বলে ইউক্রেন দাবি করছে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছে, যে রেলপথে 'কালিবার কেএন' ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে যাবার সময়ে সেগুলির উপর হামলা চালানো হয়। এই ক্ষেপণাস্ত্র নাকি স্থলের উপর আড়াই হাজার কিলোমিটার ও সমুদ্রের উপর ৩৭৫ কিলোমিটার দূরে আঘাত হানতে পারে। রাশিয়া অবশ্য সরাসরি ইউক্রেনের দাবি স্বীকার করে নি। জানকোই অঞ্চলের রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত কর্মকর্তা ইহর ইভিন বলেন, শহরের উপর ড্রোন হামলায় এক ৩৩ বছর বয়সি ব্যক্তি আহত হয়েছে। এক স্কুল ও দোকানসহ কয়েকটি ভবনে আগুন লেগেছে বলেও তিনি দাবি করেন। রাশিয়া নিযুক্ত ক্রাইমিয়া অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান সের্গেই আকসিয়োনভ বলেন, জানকোই অঞ্চলের উপর এয়ার ডিফেন্স প্রণালী ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করেছে। উল্লেখ্য, ২০১৪ সাল থেকে রাশিয়া ক্রাইমিয়া উপদ্বীপ বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর সূত্র অনুযায়ী রাশিয়া অধিকৃত এলাকায় রোববার গাড়ি বোমা হামলায় এক 'বিশ্বাসঘাতক'কেও হত্যা করা হয়েছে। স্যারহি মোস্কালেংকো নামের সেই ব্যক্তি কারাগারের প্রধান হিসেবে খেরসন অঞ্চলে রুশ হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার করে নিপীড়ন কেন্দ্রের আয়োজন করেন বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে। সব 'যুদ্ধাপরাধী'দের এমন দশা হবে বলে কর্তৃপক্ষ সতর্ক করে দিয়েছে।

কার্বন নির্গমনের বড় উৎস আগ্নেয়গিরি

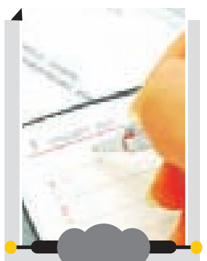

কর্নেলিয়া বরমান
প্রাবন্ধিক

বিশ্বে অনেক আগ্নেয়গিরি আজও কমবেশি সক্রিয় রয়েছে। তবে সেগুলি থেকে যে গ্যাস নির্গত হয়, তার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন আগ্নেয়গিরি পরীক্ষা করে তার কারণ নির্ণয় করছেন।

আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে কার্বন ডাই অক্সাইড কোথা থেকে আসে? কোটি কোটি বছর ধরে আগ্নেয়গিরিই কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাসের সবচেয়ে বড় উৎস ছিল। সেই নির্গমনই সম্ভবত পৃথিবীকে বরফঢাকা শীতল গ্রহ হয়ে উঠতে দেয় নি। ভূস্তরের নীচ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড উঠে আসে।

গ্রহের কেন্দ্রস্থলে শক্ত লোহার উপর তরল স্তর রয়েছে। 'ম্যান্টেল' বলে পরিচিত তার উপরের স্তরে গরম পাথুরে কাঠামো ওঠানামা করে। আগ্নেয়গিরিগুলি ক্রাস্ট বা ভূত্বকের উপর থাকে। সেই অংশ বেশ নমনীয়। ক্রাস্টগুলি এমন প্লেট দিয়ে তৈরি, যেগুলি পৃথিবীর তরল স্তরের উপর ভাসে ও নড়াচড়া করে। যেখানে মহাসাগরের প্লেটের সঙ্গে কন্টিনেন্টাল প্লেটের সংঘাত ঘটে, সেখানে সমুদ্রের তলদেশের কার্বনসমৃদ্ধ পাথুরে অংশ আরও নীচে নেমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর মাটির নীচে চাপ ও তাপমাত্রা এত বেশি, যে কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো উদ্বায়ী পদার্থ তরল পাথরে গলে যায়। গরম ম্যাগমার সাহায্যে সেই বিচ্ছিন্ন সিওটু আগ্নেয়গিরির মধ্যে পৌঁছে যায়। ভেন্টের মাধ্যমে উপরে ওঠার সময়ে চাপ কমে যায় এবং গলা পাথর থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসে। তারপর সেই গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে।

বাষ্প ও সিওটুর পাশাপাশি আগুনের ফোয়ারার এমন পাহাড় সালফার ডাই অক্সাইড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং মিথেনের মতো অন্যান্য গ্যাসও বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। ম্যাগমার রাসায়নিক ও ধাতব গঠনের উপর সেগুলির পরিমাণ ও মিশ্রণ নির্ভর করে।

গবেষকরা গোটা বিশ্বের আগ্নেয়গিরির কার্বন ডাই অক্সাইডের নির্গমন পরীক্ষা করে বিশাল পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। কোন আগ্নেয়গিরি কত পরিমাণ সিওটু নির্গমন করবে, তা কিন্তু শুধু বেরিয়ে আসা লাভার পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। মাটির নীচে এমন পাথুরে স্তর রয়েছে, যেখানে বিশাল পরিমাণ কার্বন জমা রয়েছে। সেই আধার উঠে আসা ম্যাগমাকে কার্বন ডাই অক্সাইডে সমৃদ্ধ করতে পারে। যেমনটা ইটালির মাউন্ট এটনায় দেখা যায়। সেখান থেকে প্রতিদিন ৯,০০০ টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়, যা গোটা বিশ্বের সব আগ্নেয়গিরির নির্গমনের প্রায় দশ শতাংশের সমান। পাথরের তরলের স্তরে এত পরিমাণ নির্গমন সম্ভব হতো না। ঠিক কীভাবে গোটা প্রক্রিয়া ঘটে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কিলাউয়েয়া আগ্নেয়গিরি সেই তুলনায় চার গুন বেশি লাভা উদ্গীরণ করে। অথচ সেখান থেকে মাত্র এক তৃতীয়াংশ কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়। ইটালির এটনার মতো সেখানকার মাটির নীচে সম্ভবত কার্বনের বিশাল ভাণ্ডার নেই।

দিনে দুপুরে মাইকিং করে ছয় হাজার নারীকে নকল ভ্যাকসিন!

সমীর কুমার দে

ঢাকা শহরের প্রায় ১৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকা, শিক্ষার্থীসহ ছয় হাজার নারী জরায়ু ক্যান্সারের ভ্যাকসিন নেওয়ার পর জানা গেল সেটা ছিল নকল। একটি প্রতারক চক্র এই ভ্যাকসিন দিয়ে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, খোদ ঢাকা শহরেই মাইকিং করে নামকরা ফাউন্ডেশনের নামে এতদিন ধরে এই ভ্যাকসিন দিল অথচ কেউ দেখল না? স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাজটা আসলে কী? নকল এই ভ্যাকসিন নিয়ে কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। একজন তো ১৫ দিন হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পর বাড়ি ফিরেছেন।

যারা এই ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাদের একজন রাজধানীর আজিমপুরের গভমেন্ট কলেজ অব এফলাইড উইমেন সায়েন্সের শিক্ষার্থী মারজান আক্তার মীম। তিনি বলেন, আমাদের বাসা মানিকদী। সেখানে মাইকিং করা হচ্ছিল, যারা জরায়ু ক্যান্সারের ভ্যাকসিন নেননি তাদের স্বল্পমূল্যে দেওয়া হবে। পাশাপাশি হেপাটাইটিস বি এর ভ্যাকসিনও তারা দিচ্ছেন। এই শুনে আমি আর আমার ছোট বোন মানিকদী সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে গিয়ে জরায়ু ক্যান্সারের ভ্যাকসিন নেই। আর আমার খালা নিয়েছেন হেপাটাইটিস বি এর ভ্যাকসিন। প্রথম ডোজ নেওয়ার পর আমাদের তেমন কোন সমস্যা হয়নি। তবে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর জ্বর এসেছিল। জরায়ু ক্যান্সারের ভ্যাকসিনের জন্য আমাদের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা করে নিয়েছে। আর হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনের জনকন্য খালার কাছ থেকে নিয়েছে ৩০০ টাকা। তারা আসলে মিরপুর দারুস সালামের ডা. এ আর খান ফাউন্ডেশন, দক্ষিণখানের আল নূর ফাউন্ডেশন ও চেরাগ আলীর পপুলার ভ্যাকসিনেশন সেন্টারের কথা বলছিল। যে কারণে আমাদের সন্দেহ হয়নি।

কীভাবে এই চক্রের সন্ধান পেলেন জানতে চাইলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের (ডিবি) উপকমিশনার গোলাম সবুর ডয়চে ভেলেকে বলেন, ঢাকার একটি জায়গায় ভ্যাকসিন দিতে আসা লোকদের আটকে রেখেছে নারীরা। ওই ভ্যাকসিন নিয়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এমন খবর পেয়ে আমরা সেখানে যাই। প্রাথমিকভাবে তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে আমরা ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করি। পরে জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে এতদিন ধরে নকল ভ্যাকসিন দিয়েছে। তখন আমরা অনুসন্ধান শুরু করি। সর্বশেষ সোমবার এই চক্রের হোতা হিমেলকে আমরা গ্রেপ্তার করি। ঢাকার দক্ষিণখানে ও কেরানীগঞ্জে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এই ভ্যাকসিন বানানো হচ্ছিল। আমরা খুব শিগগিরই পুরো চক্রকে ধরে ফেলব।

নকল ভ্যাকসিন তৈরি ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করার পর জিজ্ঞাসাবাদে তারা ভ্যাকসিন তৈরির বিষয়টি জানিয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন, সাইফুল ইসলাম শিপন, ফয়সাল আহম্মেদ, আল আমিন, নুরুজ্জামান সাগর ও আতিকুল ইসলাম। তাদের প্রত্যেককে দুইদিন করে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তিন বছর ধরে বাংলাদেশে জরায়ু ক্যান্সারের ভ্যাকসিন সেরাভিক্স আমদানি বন্ধ রয়েছে। আর এটাকে সুযোগ হিসিবে কাজে লাগায় প্রতারক চক্রটি। হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনের একটি অ্যাম্পুল খুলে অন্তত ১০টি জরায়ু ক্যান্সারের নকল ভ্যাকসিন বানিয়ে বিক্রি করছে চক্রটি। তারা চোরাইপথে ভারত থেকে এই ভ্যাকসিন আনতে অ্যাম্পুল প্রতি খরচ হয় ৩৫০ টাকা। একটি অ্যাম্পুল খুলে ১০টি অ্যাম্পুল বানানো হয়। পরে সেগুলোতে লাগিয়ে দেওয়া হয় জরায়ু ক্যান্সারের ভ্যাকসিন সেরাভিক্সের লেবেল। লেভেল লাগানোর পর জরায়ু ক্যান্সারের ভ্যাকসিন সেরাভিক্সের প্রতিটি অ্যাম্পুল বিক্রি করা হয় আড়াই হাজার টাকা করে।

পুলিশ কর্মকর্তা গোলাম সবুর বলেন, প্রায় ছয় হাজার নারীর কাছে জনপ্রতি তিনটি করে ১৮ হাজার অ্যাম্পুল ভ্যাকসিন বিক্রি করে চক্রের সদস্যরা। এর মাধ্যমে তারা হাতিয়ে নিয়েছে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা। গ্রেপ্তারকৃতরা স্বীকার করেছে, ঢাকা ও আশপাশের প্রায় ১৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প করে নকল টিকা দেওয়া হয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী, শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের কাছে নকল ভ্যাকসিনের তিনটি করে ডোজ বিক্রি করেছে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই ধরনের ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম চালালে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে অনুমতি নিতে হয়। প্রতিষ্ঠানটির ঢাকা বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানও আমাদের কাছ থেকে কোন অনুমতি নেয়নি। ফলে আমরা এসবের কিছুই জানি না।

শিক্ষার্থীসহ প্রায় ছয় হাজার নারীকে জরায়ু ক্যান্সারের নকল ভ্যাকসিন দেওয়ার খবর গণমাধ্যমে প্রকাশের পর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিয়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর। চিঠিতে ওষুধ প্রশাসন বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি ছাড়া এ ধরনের ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম স্কুল কলেজে না চালাতে অনুরোধ করা হয়েছে। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমতি ছাড়া স্কুল কলেজে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম আয়োজন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফ স্বারিত চিঠির অনুলিপি দেওয়া হয়েছে সব জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সব জেলার ওষুধ প্রশাসনকে। তাতে বলা হয়েছে, সেরাভিক্স ভ্যাকসিন নকল পাওয়া গেছে। আন রেজিস্টার্ড হেপাটাইটিস বি এর ভ্যাকসিনের ভায়াল থেকে খালি ভায়ালে আংশিক ভরে সেরাভিক্স ভ্যাকসিনের লেবেল লাগিয়ে একটি চক্র নকল করছে। গত ১৮ মার্চ ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর দারুসসালামের ডা. এ আর খান ফাউন্ডেশন থেকে নকল ভ্যাকসিনের আলামত পেয়েছে। গাজীপুর জেলার বিভিন্ন স্কুল কলেজে নকল ভ্যাকসিনের প্রচারণা করা হয়েছে।

চিঠিতে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়েছে, স্কুল কলেজ ও বেসরকারি পর্যায়ে কোনো ধরনের ভ্যাকসিনেশন করতে হলে এ বিষয়ে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পূর্বানুমোদন থাকা আবশ্যক। পূর্বানুমতি ছাড়া এ ধরনের ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম স্কুল কলেজে না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

জানা গেছে, ১৮ মার্চ দারুস সালামের ডা. এ আর খান ফাউন্ডেশনে অভিযান চালিয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর নকল ভ্যাকসিনের আলামত পেয়েছে। এছাড়া আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়েছে অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানটির একজন কর্মকর্তা বলেন, আমরা গত কয়েকদিনে বেশকিছু প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়েছি। কিছু সন্দেহভাজন প্রতিষ্ঠান নকল ভ্যাকসিন উদ্ধারের খবর পেয়ে সতর্ক হয়ে গেছে। আমরা এখন নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছি। আমাদের অভিযান চলাকালেও এ ধরনের মাইকিং শুনতে পেয়ে ধাওয়া করেছিলাম। কিন্তু তারা পালিয়ে যায়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, নকল ভ্যাকসিন দেওয়া তো সরাসরি ফৌজদারি অপরাধ। যারাই এটা করে থাকুক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ। কারণ নকল এই ভ্যাকসিনে যদি শুধু জল ব্যবহার করে তাহলে খুব বেশি স্বাস্থ্য ঝুঁকি নেই। তবে মানসিক ক্ষতি ভয়াবহ। একজন নারী যখন জানবেন তিনি যে ভ্যাকসিন নিয়েছেন সেটা নকল, তাহলে কি পরিমাণ মানসিক চাপে তিনি পড়বেন সেটা তো বুঝতেই পারছেন। এ ব্যাপারে কঠোর মনিটরিং দরকার। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মুশতাক হোসেন বলেন, একটা অপরাধী চক্র খোদ ঢাকা শহরে এভাবে ভ্যাকসিন দিয়ে বেড়ালো, সেটা কেউ দেখলো না! আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাজটা কী? তারা কোনভাবেই এর দায় এড়াতে পারে না। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের এটা দেখার দায়িত্ব। যেহেতু তাদের জনবল নেই, ফলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এটা দেখে। তাদের তো জনবলও আছে। আমাদের দেশে মূলত বিদেশি কোন প্রজেক্ট হলে সেটা নিয়ে কাজ হয়। এভাবে তো হতে পারে না। নিজেদের টাকা দিয়েও তো কিছু করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইনোকোলজিক্যাল অনকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফারহানা খাতুন বলেন, প্রত্যেক নারীকে মাসিক বন্ধ হওয়ার পরও এরকম রক্তক্ষরণ হলে ডাক্তারের পরামর্শমতো পরীক্ষা নিরিক্ষা ও চিকিৎসা নেওয়া উচিত। কারণ নারীদের জরায়ুর ক্যান্সারের জটিলতা বা সমস্যা তৈরি করবার আগেই ধরা পড়লে প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিশ্বব্যাপী জরায়ু মুখের ক্যান্সারের প্রবণতা কমলেও বাংলাদেশে নারীদের ক্যান্সারের মধ্যে জরায়ু ক্যানসার দ্বিতীয় স্থানে আছে। গ্লোবোকন ২০২০ এর তথ্য মতে, প্রতিবছর আট হাজার ৬৮ জন নারীর জরায়ু ক্যানসার শনাক্ত হয় এবং পাঁচ হাজার ২১৪ জনের প্রতিবছর মৃত্যু হয়। বাংলাদেশে ১৫ বছর থেকে শুরু করে প্রায় পাঁচ কোটি ৪০ লাখ নারী জরায়ু ক্যানসার ঝুঁকির মধ্যে আছে। বাল্যবিবাহ, কম বয়সে বাচ্চা নেওয়া, দুই বা তিন এর অধিক বাচ্চা নেওয়া, ধূমপান ইত্যাদি জরায়ুমুখের ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

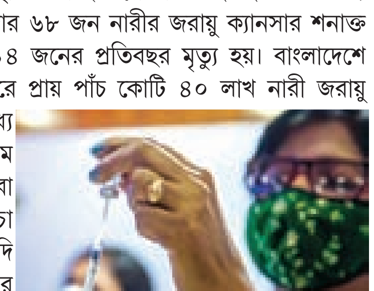

সাময়িকী

খুনের অভিযোগে আরাভ খানের নামে 'রেড নোটিশ'

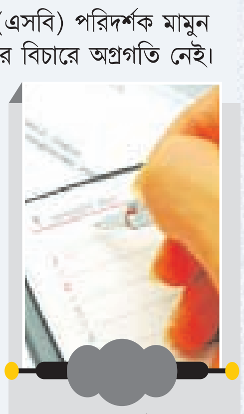

সুমন দাস
কলামিস্ট

পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) পরিদর্শক মামুন ইমরান খান হত্যাকাণ্ডের বিচারে অগ্রগতি নেই। প্রায় পাঁচ বছর পর পলাতক আসামি রবিউল ইসলাম ওরফে আরাভ খানের নামে ইন্টারপোলের মাধ্যমে 'রেড নোটিশ' জারি করাতে পেরেছে পুলিশ।

রবিউল ইসলাম ওরফে আরাভ খান এখন সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। গত সপ্তাহে আরাভ জুয়েলার্স নামে দুবাইয়ে সোনার বড় দোকান চালু করে বাংলাদেশে আলোচনায় আসেন তিনি। গতকাল সোমবার দুপুরে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি থানার এনায়েত বাজার পুলিশ ফাঁড়ি উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, 'একটু আগে আমার কাছে খবর এসেছে, ইন্টারপোল এটি (রেড নোটিশ) গ্রহণ করেছে। এখন বাকি কাজ তারা করবে।'

পুলিশ কর্মকর্তা মামুন খুন হন ২০১৮ সালের ৮ জুলাই সাক্ষীদের আদালতে হাজির করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে। আবদুল সাত্তার দুলাল, রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনাকারী অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর পরদিন গাজীপুরের জঙ্গল থেকে তাঁর আধপোড়া মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মামুনের বড় ভাই জাহাঙ্গীর আলম খান বাদী হয়ে রাজধানীর বনানী থানায় খুনের মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে পলাতক রবিউলসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ৩১ মার্চ অভিযোগপত্র দেয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) । মামলার নথিপত্র বলছে, ফাঁদে ফেলে টাকা আদায় করতে এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রযোজককে বনানীর একটি বাসায় ডেকে নেন আসামিরা। সেটি ছিল রবিউলের কথিত অফিস। ওই প্রযোজকের ঘনিষ্ঠ ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা মামুন। তিনি প্রযোজকের ডাকে ঘটনাস্থলে যান। একপর্যায়ে মামুনকে হত্যা করা হয়। পরে লাশ গোপন করার জন্য বস্তায় ভরে নিয়ে যাওয়া হয় গাজীপুরের জঙ্গলে। পরিচয় যাতে শনাক্ত না করা যায়, সে জন্য মরদেহ পোড়ানোও হয়। মামলার অভিযুক্ত আসামি ১০ জন। এদের মধ্যে দুজন কিশোরী। রবিউলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ও তাঁর স্ত্রী সুরাইয়া আক্তার ধনী ব্যক্তিদের ফাঁদে ফেলে অর্থ হাতিয়ে নিতেন। মামুন হত্যার ঘটনায় লাশ গোপন করতে সহায়তা করেছেন রবিউল। খুনে সরাসরি জড়িতরাও রবিউলের সহযোগী। মামলাটিতে জামিন নিয়ে পলাতক রয়েছেন রবিউলের স্ত্রী সুরাইয়া। কারাগারে রয়েছেন আসামি রহমত উল্লাহ (৩৫), স্বপন সরকার (৩৯), দীদার পাঠান (২১), মিজান শেখ (২১), আতিক হাসান (২১) ও সারোয়ার হোসেন (২৩) । মামলাটিতে ২০২১ সালের ২৫ নভেম্বর অভিযোগ গঠন করেন আদালত। এরপর ২০২২ সালের ২৮ জুলাই মামলায় একজন সাক্ষীকে হাজির করে রাষ্ট্রপক্ষ। আর কোনো সাক্ষ্য গ্রহণ হয়নি। গত বছরের ২০ ডিসেম্বর উচ্চ আদালত মামলাটি ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেন। সেটি বর্তমানে ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনাকারী অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর আবদুল সাত্তার দুলাল বলেন, সাক্ষীদের আদালতে হাজির করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে।

ডিবি জানিয়েছে, মামুন খুনের পর দেশ থেকে পালিয়ে রবিউল প্রথমে ভারতে যান। সেখানে আরাভ খান নামে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে দুবাইয়ে চলে যান। এদিকে তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের সাবেক কোনো পুলিশ কর্মকর্তার সম্পর্ক রয়েছে বলে কথা উঠেছে। এরপর সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ এক ফেসবুক পোস্টে জানান, তিনি রবিউলকে চেনেন না, তাঁর সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ও নেই। বিষয়টি নিয়ে গতকাল চট্টগ্রামে আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, রবিউলের সঙ্গে পুলিশের ঊর্ধ্বতন সাবেক কোনো কর্মকর্তার সম্পর্কের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উপযুক্ত সময়ে তা জানানো হবে।

জানা অজানা

কলিযুগে হরিনাম হলো মুক্তির সরল উপায় : কমল কান্তি ঘোষ

প্রতি বছরের মতো এ বছর ও কোয়ালি প্রখণ্ডের গঙ্গাড়ি গ্রামে নবম অখণ্ড অষ্টম প্রহর হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়।হরিনাম সংকীর্তনের আগে গ্রামের বিশিষ্ঠ গুনি জন স্বর্গীয় লক্ষী চরণ কুন্ডু ও কীর্তন সমিতির স্বর্গীয় কাশীনাথ কুন্ডু কে শ্রদ্ধা জানানো হয়।তারপর ধুপ দীপ জ্বেলে ও ফিতা কেটে মাতাজী আশ্রমের ট্রাস্টি দুলাল মুখার্জি ও পদ্মাবতী কুন্ডু হরিনাম সংকীর্তনের শুভারম্ভ করেন।এই অবসরে কমল কান্তি ঘোষ বলেন,,,কলিযুগে হরিনাম হলো মুক্তির সরল উপায়।এই যুগে ভগবান কে পাওয়ার জন্য সাধনা ও তপস্যা করার সময় ও শক্তি নেই।তাই এই যুগে হরিনাম করেই মানুষ সহজে উদ্ধার পাবে।অনুষ্ঠান টিকে সঞ্চালন করলেন সুনীল কুমার দে।এই হরিনামে কীর্তন মণ্ডলি রূপে যোগদান দিচ্ছেন বুরুডি,মণ্ডল কুলি,বিনপুর,বেলপাহাড়ি,আমদা ও ছোটো আমদার কীর্তন সম্প্রদায়। এই অবসরে উপস্থিত ছিলেন সুরজিৎ কুন্ডু, অভিজিৎ কুন্ডু,দুলাল মুখার্জি, পত্রকার বীরেন্দ্র সিং,সঞ্জয় সরদার,অনুপ গুপ্তা, সঞ্জয় কুন্ডু,কৃষ্ণ মণ্ডল,বীরেন নন্দী,অভিজিৎ সুমুই,শৈলেন প্রামানিক,বিনয় কুন্ডু,সুভাষ দাস,সুজয় কুন্ডু,প্রভাত সুমুই,বিশ্বজিৎ মরল, শ্রীমন্ত কুন্ডু,ফকির কুন্ডু,জিতেন নন্দী,বিট্টু সুমুই,আকাশ মুদি, রাহুল মুদি,গৌতম কুন্ডু,চুকু মুদি,অশোক মুদি প্রমুখ।

পাঠকের চিঠি

ফেসবুক ব্যবহারে সচেতন হওয়া উচিত !

ইন্টারনেট জগতে কোনো ঘটনাকে ভাইরাল করার একমাত্র সমাজমাধ্যম হচ্ছে ফেসবুক । ফেসবুক এখন তার নাম পরিবর্তন করে রেখেছে মেটা । তাহলে কি আর কোনো ঘটনা ভাইরাল হবে না ? অবশ্য তা কিন্তু নয় । ধর্মীয় নানান উস্কানি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, কুসংস্কার ইত্যাদি নানান বিষয়ে ফেসবুকে তর্ক বিতর্ক, আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে থাকে সমাজমাধ্যম ব্যবহারকারীরা । তাহলে এর মূলেই কি ফেসবুককে দোষারোপ করা যায় । আসলে ফেসবুক সংস্থাটি কিন্তু নিজেই বহু তর্ক বিতর্কে জড়িত । তথ্য ফাঁস সহ নানান ভাবে সমালোচিত ফেসবুক নিজেই । ফেসবুকের অর্থদণ্ডও হয়েছে । করোনার টিকা প্রসঙ্গে নানান গুজব স্যোশাল মিডিয়াতেও ছড়িয়েছে । কুরুচিপূর্ণ, মিথ্যা, চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে সচারাচর ছড়িয়ে পড়ছে, মানুষ কোনো ঘটনাকে ভেরিফিকেশন না করেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন । এসব থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় সচেতনতা । সুতরাং নিউজলিট বা চেকোলজির মতো সংস্থা এই সব বিভ্রান্তিকর তথ্যগুলো যাচাই করে এলাকায় এলাকায় অচেতন মানুষের মধ্যে সঠিক তথ্যটি পৌঁছে দিতে পারলে, এসব ঠেকানো সম্ভব । ফেসবুক ব্যবহারে সচেতন হওয়া উচিত !

মুন্সি দরুদ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

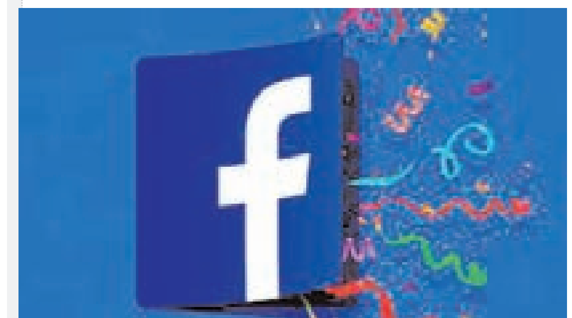

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। **নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী*** ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by **Rajat Kumar Gupta** and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : **Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee** * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) **RNI Registration : JHABEN 00015** email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আধার কার্ড, পাসপোর্টসহ আগ্রায় পাঁচ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

আগ্রা ঃ তারা সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক। গত তিন বছর ধরে আগ্রায় বেআইনিভাবে ছিলেন বলে পুলিশের অভিযোগ।

অথচ এই পাঁচ বাংলাদেশির বেআইনি আধার কার্ড বা পাসপোর্ট আছে। পুলিশ জানিয়েছে, আজিজুল গাজি ও তার স্ত্রী জন্নতকে পয়সা দিয়ে তারা ভারতে আসে। আগ্রায় তারা তাজগঞ্জ থানা এলাকায় থাকতেন। এই পাঁচজন যশোর ও খুলনার বাসিন্দা। পাঁচজনের মধ্যে দুইজন নারী। এর মধ্যে একজন নারী আগ্রা জেলে বন্দি এক বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। পুলিশ সেই সূত্র ধরে তাকে ও আরো চারজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, জান্নাত তিন মাস আগেও ভারতে এসেছিলেন। তার বৈধ ভিসা আছে। তার স্বামী আগ্রায় থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে ভারতে আসার পর তারা কীভাবে আধার, ভোটার আই কার্ড, পাসপোর্ট পেয়ে যান? সম্প্রতি সংবাদপত্র দ্য হিন্দুর খবরে বলা হয়েছে, তামিলনাড়ুতে এই নিয়ে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ক্ষোত্রে দেখা গেছে, তামিলনাড়ুতে বাংলাদেশিরা পশ্চিমবঙ্গের ভুয়া ঠিকানা দিয়ে আধার কার্ড বের করছে। তারপর সেই কার্ড দেখিয়ে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পরছে। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানীয় ঠিকানা থাকছে। সেটা দেখিয়ে ভোটার আই কার্ড পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ অফিসার দ্য হিন্দুকে জানিয়েছেন, পুলিশের ডিজি নির্দেশ দিয়েছেন, সব থানায় বেআইনিভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের খুঁজে বের করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। চেন্নাই সহ তামিলনাড়ুতে বাংলাদেশিরা হোসিয়ারি এবং অন্য শিল্পে কাজ করেন। আর একবার পাসপোর্ট হয়ে গেলে তারা বিদেশে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

চুয়াড় বিদ্রোহের নায়ক ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী রঘুনাথ মাহতোকে শ্রদ্ধা জানানো হয়

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ চুয়াড় বিদ্রোহের মহান নেতা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী রঘুনাথ মাহতোর জন্মবার্ষিকীতে আজসু এর প্রধান মহাসচিব সহ প্রাক্তন মন্ত্রী রামচন্দ্র সহিস, আজসু এর কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহতো, বিপ্লবী টাইগার জয়রাম মাহতো, গ্রাম প্রধান মহাসংঘের রাজ্য সহসভাপতি বৈদ্যনাথ মাহতো, যুব নেতা খগেন মাহতো এবং অন্যান্য শহীদ রঘুনাথ মাহাতোর প্রতিমাতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মন্ত্রী সহ আজসু পার্টির প্রধান মহাসচিব রামচন্দ্র সহিস বলেন, শহীদ রঘুনাথ মাহাতো একজন ভারতীয় বিপ্লবী এবং একজন মহান নেতা ছিলেন, যিনি ১৭৬৯-৭৮ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চুয়াড় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। চুয়াড় বিদ্রোহ ছিল ছোটনাগপুর অঞ্চলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ। আজসু এর কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহাতো বলেন, শহীদ রঘুনাথ মাহাতো স্লোগান দিয়েছিলেন আপনা গাঁও, আপনা রাজ দুর ভাগাও বিদেশী রাজ। তিনি বলেছিলেন যে রঘুনাথ মাহাতো ব্রিটিশ শাসনের কালো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের একত্রিত করে তৎকালীন মানভূম অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিলেন। তিনি বলেন, প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহের সময়কাল ছিল ১৭৬৭ থেকে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল বিপ্লবী রঘুনাথ মাহাতো ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হন। আজ আমাদের সেই মহাপুরুষদের পথ অনুসরণ করতে হবে।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে পস্ক আইনের ব্যবহার পুলিশ এবং সরকারের ইচ্ছায় নির্ভর নয় বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, একাংশ সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা দুঃখজনক

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমের বিধায়করা নিজেদের বাড়িতে বাল্যবিবাহের অনুমতি দেন না। অথচ সরকার বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে সে ক্ষেত্রে হইচই সৃষ্টি করেন বলে বিরোধী পক্ষের উদ্দেশ্যে আক্রাত্মক হয়ে পড়লেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বাল্যবিবাহে ভুক্তভোগীদের ক্ষেত্রে নির্বিকার বিরোধীপক্ষের বিধায়করা। তবে সরকার রাজ্যে বাল্যবিবাহ কঠোরভাবে দমন করবে। পস্ক আইনের অধীনে গ্রেপ্তার হওয়া ৯০ শতাংশ অপরাধীর যাতে শাস্তি হয় সেই প্রচেষ্টা করবে অসাম সরকার। তিনি জানান বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে পস্ক আইনের ব্যবহার পুলিশ এবং সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর নয়। এক্ষেত্রে অপরাধই এটা নির্ধারণ করে। তবে বাল্যবিবার ক্ষেত্রে একাংশ সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গত অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে সোমবার প্রশ্নোত্তর পর্বে বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযানের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনি বলেন বাল্যবিবাহ বন্ধ হতে হবে। সেটা প্রত্যেকেই চাইছেন। ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে অভিযানে ৬০ শতাংশ ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছেন। এরপর সরকার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অফিসার নিযাে়গ করেছে। কিন্তু প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে এই বিষয় নিয়ে বিধায়কদের জড়িত করে কেন কোনো ধরনের আলোচনা সভা আযাে়জন করা হয়নি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক হলেন বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযানে ব্যাপকভাবে পস্ক আইন জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এক্ষেত্রে সরকারে স্থিতি কি সেটা জানতে চান বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সরকার ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত সচিবদের অতিরিক্ত ভাবে চাইল্ড ম্যারেজ প্রভিশন অফিসার হিসাবে নিযাে়গ করেছে। বাল্যবিবাহের অপরাধে গ্রেফতার হওয়া কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পস্ক আইন ব্যবহার করা অথবা না করা সেটা সরকার কিংবা পুলিশের উপর নির্ভর নয়। এই আইন হিসেবে বলা হয়েছে কোন নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা প্রমাণিত হলে পুলিশ সে ব্যক্তির উপরে পস্ক আইন হিসাবে ব্যবস্থা নেবে। এক্ষেত্রে পুলিশের এই আইন ব্যবহার করা বাধ্যতামূল। সেটা পুলিশের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভর করে না। তাছাড়া সেই আইন মতে এই সংক্রান্তে স্বামীদের রেহাই দেওয়ার কোন কথা উল্লেখ নেই। বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে নাবালিকা যদি সন্তান জন্ম দেয় তাহলে সেই সংক্রান্তে স্বামীরা পস্ক আইন থেকে রেহাই পাবেন না। কারণ যৌন সম্পর্ক স্থাপন না করলে সন্তান জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সেই বাচ্চাটিকে প্রমাণ হিসেবে দেখা হবে। তবে বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে সন্তান জন্ম না হলে স্বামীদের ছাড় পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন পস্ক আইন মতে যৌন মনোবৃত্তিতে নাবালিকার শরীরে হাত দেওয়ার অর্থই হলো যৌন হেনস্থা করা। ফলে এক্ষেত্রে শাস্তি হওয়া বাধ্যতামূলক বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন একাংশ সংবাদ মাধ্যম বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযানে খবর রটিয়েছে যে গুয়াহাটি হাইকোর্ট এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করেছে। অথচ তিনি বারংবার জিজ্ঞাসা করলেও এই বিষয়টির ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছেন সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল। রাজ্যের একাংশ বুদ্ধিজীবী মহল, সংবাদ মাধ্যম এক্ষেত্রে অসত্য এবং ভুয়া প্রচার চালিয়েছে। এমনকি দিল্লির একাংশ সংবাদপত্রের গুয়াহাটির প্রতিনিধি এক্ষেত্রে ভুল খবর পাঠিয়েছেন এবং সেটা সংবাদপত্রে প্রকাশও পেয়েছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযানের ক্ষেত্রে একাংশ সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা দুঃখজনক। তবে বাল্যবিবাহের অপরাধে গ্রেফতার হওয়া ৯০ শতাংশ ব্যক্তি যাতে শাস্তি পায় সে ক্ষেত্রে সরকার প্রয়াস করবে বলে দৃঢ় সুরে ঘোষনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এরপর কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ ফের বলেন ২০১৬ সালের আইনের কোন রুল অথবা নিয়ম না বানিয়ে সরকার সরাসরি বাল্যবিবাহ বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে দিয়েছে। তবে শুধুমাত্র চমক সৃষ্টি করার জন্য সরকারের এটা করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন পস্ক আইনে রুল প্রস্তুত করার কোন ব্যবস্থা নেই। বর্তমান এই আইনের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই আইনের প্রক্রিয়ার অধীনে ৯০০টি মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন চমক সৃষ্টি করা অথবা চমক সৃষ্টি না করা কিন্তু সরকার বাল্যবিবার বিরুদ্ধে এই অভিযান অব্যাহত রাখবে। প্রতি তিন মাস অথবা ছয় মাস অন্তর অন্তর ব্যাপক অভিযান চলবে। বাজেট এক্ষেত্রে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা রয়েছে। এই টাকা দিয়ে আইনজীবীদের খরচ মেটাবে সরকার। তাছাড়া এই বরাদ্দ অর্থের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের ভুক্তভোগীদের সাহায্য করা হবে। ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কাছাড় জেলাশাসক বাল সংসদ আযাে়জন করবেন। বাল্যবিবাহের ভুক্তভোগীদের পুনর সংস্থাপনের ব্যবস্থা করবে সরকার। বিনামূল্যে শিক্ষা, স্কলারশিপ দেওয়া, অরুণোদয় প্রকল্প, রেশন কার্ড ইত্যাদি যাবতীয় সরকারের প্রকল্প দিয়ে এই ভুক্তভোগীদের নিজেদের বাবার বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন এক্ষেত্রে একটি হেল্প লাইন নাম্বারও শুরু করার পরিকল্পনা করেছে সরকার। একটি বিদ্যালয়ের কোন ছাত্রীর পাশে বসা অপর ছাত্রীটি যদি দুই তিন দিন বিদ্যালয়ে না আসে তাহলে বান্ধবী ছাত্রীটি বুঝে যায় যে সেই মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ পরবর্তীকালে একই অবস্থা সেই ছাত্রীরও হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সেই ছাত্রী হেল্প লাইনের মাধ্যমে সরকারকে অভিযোগ জানাতে পারবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরেই সারা অসম সংখ্যালঘু ছাত্র সংস্থা চিঠি লিখে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ জানিয়েছিল। বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযানের পর আমসু তাকে হোয়াটসঅ্যাপের এর মাধ্যমে মেসেজ করে এক্ষেত্রে সরকারের প্রশংসা করেছে। এক্ষেত্রে আমসুর আপত্তি নিয়ে অথচ অসম বিধানসভায় আমসুর থেকে বেশি সংখ্যালঘুদের প্রতি দরদ দেখানো হচ্ছে বলে তির্যক মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন অসমের বিধায়করা নিজেদের বাড়িতে

বাল্যবিবাহের অনুমতি দেন না। অথচ সরকার বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে সে ক্ষেত্রে হইচই সৃষ্টি করেন বলে বিরোধী পক্ষের বিধায়কদের সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

বিধানসভা কেন্দ্র পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত নয় মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, সারা দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে ভিত্তি বর্ষ ২০০১ হিসাবে গ্রহণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের বিধানসভা কেন্দ্রের এলাকার সীমান্ত পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ফের একবার অসম সরকারের স্থিতিস্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বিধানসভা কেন্দ্র পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত নয়। এটা সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের অধিনের বিষয়। সারা দেশের সঙ্গে সংগতি রেখেই অসমের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় ভিত্তি বর্ষ হিসেবে ২০০১ কালকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত বাজেট অধিবেশন চলাকালীন বিধানসভা কেন্দ্রের এলাকা পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে আগামী ২৬ থেকে ২৮ মার্চ অসম সফরে আসছে নির্বাচন কমিশন। গুয়াহাটি মহানগরের পাঁচ তারকা হোটেল রেডিসন ব্লুতে আগামী ২৬ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার, নির্বাচন কমিশনার অনুপ চন্দ্রপান্ডে এবং অরুণ গোয়েল উপস্থিত থেকে রাজ্যের রাজনৈতিক দল এবং সংগঠন তথা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করে এই বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে সোমবার প্রশ্নোত্তর পর্বে রাজ্যের রাজ্যের বিধানসভা কেন্দ্রের এলাকার সীমান্ত পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করে কংগ্রেস বিধায়ক রেকিবুদ্দিন আহমেদ বলেন, এই বিষয়টি ঘিরে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে সরকারের স্থিতি স্পষ্ট করার দাবী জানান তিনি। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ভারতের নির্বাচন কমিশন ২০২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর কেন্দ্র পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে একটি নোটিফিকেশন জারি করে জানিয়েছিল যে ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। এরপর অসমের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাজ্যের প্রতিটি জেলার পরিকাঠামো সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে তথ্য দেওয়ার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। একইভাবে প্রশাসনিক পরিকাঠামোর বিশেষ সবিস্তার তথ্য দাখিলের জন্য রাজ্যের মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে ১ জানুয়ারি থেকে রাজ্যে বিধানসভা কেন্দ্রের এলাকার সীমান্ত পুনঃনির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে অসম সরকার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ, কোনোভাবেই জড়িত নয়। তিনি বলেন নির্বাচন কমিশন একটি স্বতন্ত্র সংস্থা। ফলে এই বিষয়ে রাজ্য সরকার যেকোনো ধরনের তথ্য দাখিল করতে পারবে না। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্প্রতি পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে একটি খসড়া প্রচার হচ্ছে। কিন্তু সেই খসড়া সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন বিভিন্ন সময়ে এই বিষয়ে নানা বিভ্রান্তি প্রচারিত হচ্ছে। তার নিজস্ব জালুকবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র তিনটি ভাগে ভাগ করা হবে বলে খবর রটেছে। কিন্তু নৈতিকভাবে বা আইনগতভাবে এই সংবাদগুলো অশুদ্ধ। নির্বাচন কমিশন সর্বপ্রথম বার এই বিষয় নিয়ে রাজ্য সফরে এসে নিজেদের প্রক্রিয়া শূন্য থেকে শুরু করবে। রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করবে নির্বাচন কমিশন। ফলে এই সংক্রান্তে যে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন নির্বাচন কমিশন ২৭ ডিসেম্বর বিধানসভা কেন্দ্র পুনর্গঠন এর ক্ষেত্রে নির্দেশ জারি করেছিল। কিন্তু এরপর তাড়াহুড়ো করে দিল্লিতে কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত করে বিভিন্ন জেলার সীমান্ত পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার হঠাৎ প্রযাে়জন কেন হয়েছিল সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাছাড়া ২০০১ এর তুলনায় বর্তমান রাজ্যের জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপরেও ২০০১ সালকে ভিত্তি বর্ষ করার প্রযাে়জনীয়তা কি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করার পাশাপাশি এনআরসির সঙ্গে পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা সেটা জানতে চান কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এনআরসির সঙ্গে পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক। তবে পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সম্পর্ক রয়েছে। এরা আগে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটার দোহাই দিয়ে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে পত্র প্রেরণ করেছিল কংগ্রেস। এরপরেই অসমে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ তামিলনাড়ু কর্ণাটক ইত্যাদি রাজ্যে ২০০১ সালের ভিত্তিতে সেই সময় পুনর্গঠন হয়ে গেছে। এর ফলে বর্তমান পুনর্গঠন প্রক্রিয়া ২০০১ সাল কে ভিত্তি বর্ষ হিসাবে গ্রহণ সম্পন্ন করা হবে। পরবর্তীকালে ২০২৭ সাল নাগাদ যখন ফের একবার পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে সেই সময় ২০২১ সালের ভিত্তিতে এটা করা যেতে পারে বলে মনে করছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন অসমে পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের শুধুমাত্র একটি ভূমিকা রয়েছে। এবং সেটা হল রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো। এই সংক্রান্তে কেন্দ্র তথ্য চেয়ে পাঠানোর ফলে রাজ্য সরকার শুধুমাত্র জানিয়েছে যে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বর্তমান উন্নত হয়েছে। তিনি বলেন সাধারণত নির্বাচন কমিশন কোনো ধরনের নির্দেশ জারি করার সঙ্গে সঙ্গে সেটা কার্যকরী হয়। কিন্তু পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ২৭ ডিসেম্বর নির্দেশ জারি করে তথা সেটা ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকরী করার মাধ্যমে অসম সরকারকে তিন দিনের সময়সীমা দিয়েছিল। মূলত রাজ্যের প্রশাসনিক প্রযাে়জনীয় রদবদল ঘটানোর জন্যই নির্বাচন কমিশন অসম সরকারকে এই সময়সীমা দিয়েছিল বলে, মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অসমের যুবক যুবতীদের উদ্দেশ্যে বাজেট উৎসর্গা করেছেন বলে মন্তব্য অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগের, বাজেট নিয়ে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়কদের নানা প্রশ্নের জবাব দাখিল

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম বিধানসভার অধিবেশনে দুইদিন ধরে বাজেট নিয়ে আলোচনা করেছেন শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়করা। এক্ষেত্রে শাসক পক্ষ বাজেটের সমর্থনে নানা যুক্তি তুলে ধরার পাশাপাশি বিরোধী পক্ষের বিধায়করা বাজেটের ভুল ত্রুটি উল্লেখ করে এর ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। অবশেষে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের বাজেট সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের জবাব দিলেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ। তিনি এক্ষেত্রে প্রতিজন বিধায়কের নাম উল্লেখ করে তাদের উত্থাপন করা বিভিন্ন বিষয়ে তুলে ধরে এর জবাব দেওয়ার প্রয়াস করেছেন। ২০২৩ ২৪ সালের বাজেট অসমের যুবক যুবতীদের উদ্দেশ্যে তিনি উৎসর্গা করেছেন বলে মন্তব্য করেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ।

সোমবার বিধানসভায় শাসক এবং বিরোধী পক্ষের বিধায়কদের বাজেট নিয়ে শেষবারের মতো আলোচনার পর এক্ষেত্রে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন মোট ৪২ জন বিধায়ক এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে শাসক পক্ষের বিধায়কদের নানা পরামর্শ আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন তিনি। তাছাড়া বিরোধী পক্ষের একাংশ বিধায়ক যা পরামর্শ দিয়েছেন তার জন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ বলেন দ্বিতীয় বার উত্থাপন করা এই বাজেট মূলত তিনটি বিষয়ে সর্বাধিক নজর দেওয়া হয়েছে। দরিদ্রতা নির্মূলকরণ, আত্মনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধান এবং সমাজের অসমতা দূরীকরণ। রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বৃহৎভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া দেশের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে অসমের নাম অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেভাবে তৎপর হয়ে রয়েছেন এই ধরনের তৎপরতা অন্য কোন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে তিনি দেখেননি বলে মতামত ব্যক্ত করেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ। লাচিত বরফুকনের জন্ম জয়ন্তী পালন করার মাধ্যমে সারা দেশে অসমের নাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ বলেন গত বছর বাজেটে অসমের পাঁচ বছরের রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়েছিল। সেই ভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে সরকার। এক্ষেত্রে অসম সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। তবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রযাে়জনীয়তা রয়েছে। তিনি বলেন খালি পেটে অর্ধেক ভাত হেতে দিলে চলবে না। পেট ভর্তি করে খেতে দিতে হবে। শুধুমাত্র উন্নয়নের জন্য তালিকাভুক্ত করলে চলবে না। উন্নয়ন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অর্থমন্ত্রী বলেন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অধীনে হিতাধিকারি সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ব্যক্তিরাও সমাজের অংশ। অরুণোদয় প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ লক্ষ পরিবারকে সাহায্য করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ৩৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রযাে়জনে আরো অর্থ বৃদ্ধি করা হবে। ৮০০ টাকা থেকে শুরু করে এবার অরুণোদয় প্রকল্পের জন্য ১৪০০ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তবে তাদের বিরুদ্ধে কটুক্তি করে হিতাধিকারিদের আত্ম সম্মানে আঘাত হানা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন সরকারের ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের একাংশ বিধায়ক মন্তব্য করেছেন। সাধারণ সংসার চালাতে যদি ধার নিতে হয় তাহলে সরকার রাজ্যবাসির উন্নয়নের জন্য কেন ঋণ নেবে না সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। অর্থমন্ত্রী বলেন সরকারের রাজস্ব ১৫ শতাংশ থাকলেও ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ২৩ শতাংশ ধরেছে সরকার। গত বছরের নভেম্বর মাস থেকেই বাজেট প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কৃষি ক্ষেত্রে ১৯ শতাংশ বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক হিসাবে ২৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে অর্থাৎ বাজেটে ৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা সর্বকালের সর্ববৃহৎ বরাদ্দ টাকা বলে জানান তিনি। অর্থমন্ত্রী বলেন রাজ্যে বারটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল নির্মাণ করার পরেও এতগুলো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করার প্রযাে়জনীয়তা কি বলে একাংশ বিধায়ক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তিনি বলেন রাজ্যে প্রতি জেলায় একটি করে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে চাইছে সরকার। অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ বলেন চিকিৎসার নামে ব্যাপকভাবে রাজ্যবাসীর টাকা খরচ হচ্ছে। এটাকে মানি ড্রেন বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন অসমের টাকা এভাবে রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি অসমে ৭ টি ক্যান্সার হাসপাতাল দিয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন চিকিৎসালয়ে অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছে। মূলত ফেইসলেস ক্যাশলেস হিসাবে চিকিৎসালয়ের খরচ বাবদ মুখ্যমন্ত্রী আয়ুস্মান অসম প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। এর জন্য বাজেটে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে তিনি জানান। অর্থমন্ত্রী বলেন চা বাগানের ক্ষেত্রে বাজেটে নানা পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে উজান অসমের বিভিন্ন ব্যক্তিদের পাশাপাশি বিধায়করা ও উৎফুল্লিত হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া কাছাড় পেপার মিল এবং জাগি রোড পেপার মিলের জন্য ১২০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে। কাগজ কলে কর্মরত থাকা ব্যক্তিদের নিযাে়গ করেছে সরকার। বিশেষ করে সরকারের আয় ব্যয় এর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তবে একদিনেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে না বলে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। অর্থমন্ত্রী বলেন সরকারের নানা প্রকল্প বাস্তবে রূপায়ণ করাই মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। বিরোধী পক্ষের একাংশ বিধায়ক গুয়াহাটি বাইরে মন্ত্রিসভা আযাে়জন করা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। এমনকি একাংশ এটাকে রাজার ভাব বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এর মাধ্যমে সরকারকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া প্রচেষ্টা করা হয়েছে। রাজা সাধারণত কেন্দ্রীয়ভূত করার প্রয়াস করে। কিন্তু মন্ত্রিসভার বৈঠক রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে গিয়ে বিকেন্দ্রীকরণ করেছে অসীম সরকার। এর ফলে বরাক উপত্যকা, ডিমা হাসাও, কার্বি আংলং সহ বিভিন্ন এলাকা উপকৃত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ।

ক্লাসেনের ঝড়ে রেকর্ড গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা

পচেফস্ট্রুম (ওয়েবডেস্ক) ঃ প্রথম ম্যাচ ভেসে গেছে বৃষ্টিতে। পরের ম্যাচটি ৪৮ রানে জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পচেফস্ট্রুমে আজ ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচটি জিতে সিরিজও নিজেদের করে নেওয়ার সুযোগ ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। হাইনরিখ ক্লাসেনের জন্য হয়নি। তাঁর ৬১ বলে ১১৯ রানের অপরাজিত ইনিংসে ক্যারিবীয়দের ৪ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ ড্র করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

উইকেটের পেছনে বাভুমার ক্যাচ নেন শাই হোপ আগে ব্যাট করে ৪৮.২ ওভারে ২৬০ রানে অলআউট ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাড়া করতে নেমে ৮৭ রানের মধ্যে ৪ উইকেট হারিয়ে খানিকটা চাপে পড়লেও প্রোটিয়াদের জয়ের বন্দরে নিয়ে গেছেন ক্লাসেন। ডেভিড মিলারের সঙ্গে ৩৮ বলে ৫৫ রানের জুটির পর মার্কো ইয়ানসেনের সঙ্গে গড়েছেন ম্যাচ জয়ের ভিত। ৬২ বলে ১০৩ রানের ঝোড়ো জুটি গড়েন দুজন। ৩৩ বলে ৪৩ রান করে ইয়ানসেন আউট হয়ে গেলেও ক্লাসেন দলকে জিতিয়েছেন শেষ পর্যন্ত উইকেটে থেকে। ৫ ছক্কা ও ১৫ চারে ইনিংসটি সাজানোর পথে ৩০ বলে ফিফটি ও ৫৪ বলে সেঞ্চুরি তুলে নেন ক্লাসেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ওয়ানডেতে চতুর্থ দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান ক্লাসেন।

২৬২১ দিন পর বাভুমার সেঞ্চুরি
এটি টেস্ট ক্যারিয়ারে বাভুমার দ্বিতীয় সেঞ্চুরি ক্লাসেন যেভাবে ব্যাট করেছেন, তাতে ২৬০ রানের মাঝারি সংগ্রহও খুব দ্রুতই অল্প মনে হয়েছে। ১২৩ বল হাতে রেখে অর্থাৎ, ২৯.৩ ওভারেই জয় তুলে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ওয়ানডেতে ২৫০ রানের বেশি তাড়া করতে নেমে প্রথম দল হিসেবে ৩০ ওভারের কম খেলেই জিতে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৩ উইকেট নেন আলজারি জোসেফ। টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নামা ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বোচ্চ ৭২ রান করেন ওপেনার ব্রেন্ডন কিং। আর কেউ ফিফটি পাননি।

ম্যাচের মধ্যেই ইফতার করতে পারবেন সালাহ্‌ মাহরেজরা

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন লিগের ম্যাচ অফিশিয়ালদের বলা হয়েছে, রোজার সময় ম্যাচের মধ্যে খেলোয়াদের ইফতার করার সুযোগ করে দিতে। খবরটি জানিয়েছে স্কাই স্পোর্টস। সন্ধ্যার ম্যাচে ইফতারের সময় হওয়ার পর অফিশিয়ালরা যেন খেলা স্বাভাবিকভাবে থেমে যাওয়ার সময়টায় খেলোয়াড়দের ইফতারের সুযোগ দেন এবং খেলোয়াড়েরা যেন পানীয়জাতীয় খাবার বা এনার্জি জেল খেয়ে রোজা ভাঙতে পারেন, সেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে প্রিমিয়ার লিগ ও লিগ কাপের রেফারিদের। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুসলিম খেলোয়াড়দের অনেকেই রোজা রেখেই খেলেন। লিভারপুলের মিসরীয় তারকা মোহাম্মদ সালাহ, ম্যানচেস্টার সিটির আলজেরিয়ান তারকা রিয়াদ মাহরেজ ও চেলসির ফরাসি তারকা এনগোলো কান্তে এর আগে রোজা রেখেই প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলেছেন। ইফতারের সময় হলে খেলার মধ্যেই কিছু খেয়ে রোজা ভাঙতে দেখা গেছে খেলোয়াড়দের। তবে সে জন্য আগে রেফারির অনুমতি নিতে হয়েছে দলের অধিনায়ককে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'দ্য অ্যাথলেটিক' জানিয়েছে, ইংল্যান্ডে ২১ বা ২২ মার্চ রোজা শুরু হবে। সে জন্য ইংল্যান্ডের শীর্ষ চার লিগের অফিশিয়ালদের এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রেফারিদের বলা হয়েছে, ম্যাচ শুরুর আগে তাঁরা যেন ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হয়ে নেন, কোন খেলোয়াড়ের ইফতারের বিরতি প্রয়োজন।

'বুদ্ধিমান' আনচেলত্তি 'ভুল বকছেন'

প্যারিস ঃ ম্যাচের ৮১ মিনিট, তখনও ১-১ গোলে সমতায় বার্সেলোনা-রিয়াল মাদ্রিদের 'এল ক্লাসিকো'। মহাগুরুত্বপূর্ণ এ ম্যাচে রিয়ালকে স্বস্তি এনে দেয় মার্কো আসেনসিওর গোল। কিন্তু রিয়ালের সেই স্বস্তি কয়েক মুহূর্তের বেশি স্থায়ী হয়নি। ভিএআরের ফাঁদে পড়ে অফসাইডের কারণে বাতিল হয় গোলটি। রিয়াল না পারলেও যোগ করা সময়ে ঠিকই ফ্রাঙ্ক কেসির গোলে লিড নিয়ে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে যায় বার্সা।

বার্সেলোনার ক্লাসিকো জয়ের উল্লাস ক্যাম্প ন্যুতে হারের পর অনুমেয়ভাবেই বাতিল হওয়া গোলটি নিয়ে কথা বলেছেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। রিয়ালের ইতালিয়ান এ কোচ জানিয়েছেন নিজের সন্দেহের কথা। আনচেলত্তির এই সন্দেহ যে অমূলক, সেটা জানিয়ে পাল্টা মন্তব্য করা হয়েছে বার্সার পক্ষ থেকে। তাদের মতে, বুদ্ধিমান আনচেলত্তি ভুল বকছেন, আসেনসিওর করা গোলটি নিশ্চিতভাবেই অফসাইড ছিল।

বার্সার বিপক্ষে ম্যাচ হারের পর আসেনসিও অফসাইডে ছিলেন কি না, সে সন্দেহ প্রকাশ করেন আনচেলত্তি। তিনি বলেছেন, 'জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। ম্যাচটা আমরা জিতেই গিয়েছিলাম। এরপর গোল নিয়ে সন্দেহ

দেখা দিল, বাতিলও হলো। ওটা কি অফসাইড ছিল? রেফারির সিদ্ধান্ত আমাদের মানতে হবে। তবে অফসাইড নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়। আমাদের সন্দেহ করার অধিকার আছে।'

রিয়াল কোচের এই সন্দেহের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'মার্কা'কে নিজেদের হতাশার কথা জানিয়েছে বার্সার এক সূত্র, 'সে বুদ্ধিমান মানুষ, কিন্তু সে ভুল করেছে। কারণ, এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।'

বার্সার সেই সূত্র মার্কাকে আরও বলেছে, ম্যাচ হারের হতাশায় ভাবনা চিন্তা ছাড়াই দায় সারতে এমন মন্তব্য করেছেন আনচেলত্তি। এল ক্লাসিকো হারের পর অবশ্য এখন কিছুটা চাপেই আছেন রিয়াল কোচ। বার্সেলোনার চেয়ে ১২ পয়েন্টে পিছিয়ে লিগ শিরোপা হাতছাড়া হওয়া অনেকটাই নিশ্চিত। পাশাপাশি ম্যাচ শেষে তাঁর কৌশল নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

মাঠে মূত্রত্যাগ করে লাল কার্ড দেখলেন ইতালির ফুটবলার

প্যারিস ঃ ফুটবল মাঠে কত রকমের ঘটনাই না ঘটে। কত রকমের ফাউল করেন খেলোয়াড়েরা। সেই ফাউলের জন্য কেউ হলুদ কার্ড দেখেন, কাউকে দুই হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয়। অনেক খেলোয়াড় আবার খুব বাজে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ট্যাকল না করেও কেউ কেউ কার্ড দেখেন। রেফারির সঙ্গে ঝগড়া বা বাজে ব্যবহার করেও লাল কার্ড দেখেন অনেকে। কেউ আবার মাঠে অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ করে বহিষ্কৃত হন।

বেলজিয়ামের অর্থ মন্ত্রণালয় পেশাদার ফুটবলে লাল কার্ড থেকেও কর সংগ্রহের সুযোগ দেখছে। ইতালির সিরি 'সি'তে গত পরশু এসবের কোনোটির জন্যই নয়, এক অদ্ভুত কারণে লাল কার্ড দেখেছেন এক ফুটবলার। বদলি হিসেবে মাঠে নামার আগে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয়েছে তাঁকে। আর সেই কাজটি তিনি করেছেন মাঠের পাশে বেঞ্চের খেলোয়াড়দের গা গরম করার জায়গায়। এর জন্য রেফারি তাঁকে শাস্তি দিয়েছেন।

পিয়াসেনৎসার বিপক্ষে লেসোর কোচ লুসিয়ানো ফোসচি জুভেন্টাসের সাবেক ফরোয়ার্ড ক্রিস্তিয়ান বুনিনোকে মাঠে নামানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ম্যাচের তখন ৭৩ মিনিট। কিন্তু বুনিনো মাঠে নামার আগেই মূত্রত্যাগ করার ওই কাজটি করে বসেন। এরপর আর মাঠে নামা হয়নি বুনিনোর। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফেরার পর তাঁকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। বিষয়টি অবশ্য প্রথমে খেয়াল করেছেন সহকারী রেফারি। বিষয়টি নিয়ে লেসোর কোচ ফোসচি গাজেত্তা দেল্লো স্পোর্তকে বলেছেন, 'এটাই নিয়ম এবং তাদের তো নিয়ম পালন করতে হবে।' ফোসচি অবশ্য একটা কিন্তুও যোগ করেছেন, 'আমি আশা করছিলাম, রেফারিরা সাধারণ জ্ঞানটা কাজে লাগাবেন। কারণ, সে কারও কোনো ক্ষতি করেনি। কেউ এটা দেখেওনি। আমি ধারণা করেছিলাম, একটা হলুদ কার্ডই হয়তো দেখবে। কিন্তু রেফারি ভুল করেননি। আর বুনিনো? আমার মনে হয়, এর ফল কী হবে, সেটা সে বুঝতে পারেনি।'

বাংলাদেশেররোহিঙ্গাদের শিবিরে প্রতিদিন জন্মাচ্ছে ৯৫ শিশু রোহিঙ্গা অভিধানে নেই কন্ডোম বা গর্ভনিরোধক বড়ি

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রধান সমস্যার অন্যতম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণবর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরগুলি। ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট থেকে মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের জেরে, রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশে। বাংলাদেশের আশ্রয়শিবিরগুলিতে রোহিঙ্গা জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। এর প্রধান কারণ, রোহিঙ্গাদের মধ্যে কন্ডোম বা গর্ভনিরোধক বড়ির মতো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে আগ্রহ অত্যন্ত কম।পরিবার পরিকল্পনা বলে কোনও শব্দ বন্ধ এখনও পর্যন্ত রোহিঙ্গা শিবিরগুলির অভিধানে জায়গা করে নিতে পারেনি। বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরগুলিতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৯৫টি করে শিশু জন্ম নেয়। তবে রোহিঙ্গা শিবিরে কাজ করা ব্যক্তিদের মতেঅবস্থাটা দিন দিন পাল্টাচ্ছে,ধীরগতিতে। রোহিঙ্গাদের মধ্যেও পরিবার পরিকল্পনা, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা বাড়ছে।

বাংলাদেশের রোহিঙ্গা জনসংখ্যা

বাংলাদেশ সরকার এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্বাস্তু বিষয়ক সংস্থা, ইউনাইটেড নেশনস হাইকমিশন ফর রেফিউজিস বা ইউএনএইচসিআরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত কক্সবাজারের আশ্রয়শিবিরগুলোতে মোট নিবন্ধিত রোহিঙ্গার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯,৫৪,৭০৭। আর মোট পরিবারের সংখ্যা ১,৯৭,৩০৩। এর মধ্যে ৩ শতাংশ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১০ জনের বেশি। আর ১০ শতাংশ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ থেকে ৯ জন। ২৩ শতাংশ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে ৭ জন। ২৮ শতাংশ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১ থেকে ৩ জন। সব মিলিয়ে গড়ে প্রতি রোহিঙ্গা পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫। কক্সবাজারের আশ্রয়শিবিরগুলিতে নিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের ৫২ শতাংশই হল শিশু, অর্থাৎ যাদের বয়স ১৭ বছরের কম। এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট, পরিবার পরিকল্পনা বলে কোনও শব্দ বন্ধ এখনও পর্যন্ত রোহিঙ্গা শিবিরগুলির অভিধানে জায়গা করে নিতে পারেনি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট

বস্তুত গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, রোহিঙ্গা শিবিরগুলির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে, বাংলাদেশের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছিল সেই দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। সেখানেইজানানো হয়েছিল যে, রোহিঙ্গা শিবিরগুলিতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৯৫ জন করে শিশুর জন্ম হয়। আর এই ভাবে রোহিঙ্গা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে, ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের জনসংখ্যা ১২-১৩ লক্ষে পৌঁছে যেতে পারে।

বাড়ছে এইচআইভি (এইডস)

শুধু অনিয়ন্ত্রিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই নয়, অসুরক্ষিত যৌনতার কারণে রোহিঙ্গা শিবিরগুলিতে এইচআইভি বা এইডস, হেপাটাইসিস সি, ডিপথেরিয়ার মতো রোগের প্রকোপও বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত কক্সবাজার এলাকায় ৭১০ জন মানুষকে এইচআইভি পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬১২ জনই রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৬১ জন রোহিঙ্গার মৃত্যু হয়েছে এইচআইভির কারণে।

চ্যাটজিপিটির পাল্টা বারড আনলো গুগল

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ মাইক্রোসফটের চ্যাটজিটিপির পাল্টা চ্যাটবট অ্যাপ বারড আনলো গুগল। আপাতত তারা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে তা লঞ্চ করেছে।

চ্যাটজিপিটি, বার্ডএর মতো অ্যাপগুলি হলো আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স ভিত্তিক অ্যাপ যা নিবন্ধ, কবিতা, ব্লগসহ যে কোনো লেখা লিখে দেয়। গোটা বিশ্ব এখন এই সব অ্যাপ নিয়ে আলোড়িত। এই অ্যাপ ভবিষ্যতে বিশাল বদল আনার ক্ষমতা রাখে। এখনই বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করেছেন, আই ফোনের পর চ্যাটবটই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন।

মাইক্রোসফটের চ্যাটজিপিটি দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। এই অবস্থায় গুগলও বারড নিয়ে এল। গুগলের ৮০ হাজার কর্মী এই অ্যাপ ব্যবহার করেছেন। তাদের উপরেই পরীক্ষা করা হয়েছে। এখন তা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মানুষ ব্যবহার করতে পারবেন। তারপর অন্য ভাষায়, অন্য দেশে তা চালু করা হবে।

গুগলের ভাইস প্রেসিডেন্ট এলি কলিন্স ও সিয়াও তাদের ব্লগে লিখেছেন, বারড পরীক্ষা করতে গিয়ে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। এর পরের ধাপ হলো মানুষের কাছ থেকে ফিডব্যাক পাওয়া ও সেইমতো অ্যাপের উন্নতি ঘটানো।

গুগলের কাছ থেকে সংবাদসংস্থা এএফপি জানতে চেয়েছিল, চ্যাটজিপিটি ও বারডের মধ্যে তফাৎ কি? তাদের জানানো হয়েছে, বারডে কিছু জানতে চাইলে তা সঙ্গে সঙ্গে গুগল সার্চের সাহায্য নেয় এবং রিয়েল টাইম ডেটা ব্যবহার করে জবাব দেয়।বলা হচ্ছে, বারড তৈরির কাজ এখনো শেষ হয়নি। আর চ্যাটজিপিটি বাজারে পুরোপুরি ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

'দুর্নীতি কম প্রমাণ করতে পারলে বিনিয়োগ বাড়বে'

ঢাকা ঃ ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস মঙ্গলবার বলেন, বাংলাদেশ যদি নাগরিক ও বিনিয়োগকারীদের নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, অন্য বাজারের তুলনায় বাংলাদেশে দুর্নীতি কম, তাহলে বাংলাদেশ আরও বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারবে। ঢাকার এক হোটেলে 'সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ' সিজিএস এর এক গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল উপস্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। পিটার হাস বলেন, ''বিশ্বের সব জায়গায় কমবেশি দুর্নীতি আছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমার দেশেও কিছু কুখ্যাত কেলেঙ্কারি ঘটেছে।'' তবে দুর্নীতি উন্মোচন করা ও দায়ীদের শাস্তির ব্যবস্থা করায় যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে বলে জানান তিনি। মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, ''যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক নেতারা আমাকে জানিয়েছেন, বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এমন দেশে বিনিয়োগ করে যেখানে দুর্নীতি কম, আমলাতান্ত্রিক বাধা কম, আইনের শাসন ভালো, এবং ব্যবসার জন্য ভালো অবকাঠামো রয়েছে।'' দুর্নীতি উন্মোচন করতে কার্যকর সুশীল সমাজ ও স্বাধীন গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে করেন পিটার হাস। বাংলাদেশে দুর্নীতি কমাতে সরকারের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন অনলাইন করার পরামর্শ দিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। নাগরিকরা যেন বিল, জরিমানা, কর ইত্যাদি অনলাইনে দিতে পারে সেই ব্যবস্থা চালুর পরামর্শ দেন তিনি। মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা ইউএসএইড বাংলাদেশের যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের সঙ্গে মিলে অনলাইনে নতুন কোম্পানি নিবন্ধনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ফলে নতুন কোম্পানি নিবন্ধন আরও স্বচ্ছ, দ্রুত ও সাশ্রয়ী হবে।

বঙ্গ ভাষীদের আছে আমার আবেদনঃ সুনীল কুমার দে

পোটকা ঃ কোলহানের লক্ষ্যাধিক বঙ্গ ভাষী মিলে জামশেদপুরের গোপাল ময়দানে বিগত ১৯ মার্চ এ বঙ্গ উৎসব করলাম।সারাদিন নাচলাম,গাইলাম,খেলাম,ভাষা ও সংস্কৃতি কে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি নিলাম,সারাদিন আনন্দ করলাম,বাঙালির একতা ও শক্তি প্রদর্শন করলাম এ সব কিছুই ঠিক আছে।ব্যবস্থা ও আয়োজনের জন্য বঙ্গ উৎসব সমিতি কে অনেক অনেক ধন্যবাদ।কিন্তু এই বঙ্গ উৎসব কেবল মাত্র বিনোদনের উৎসব হয়ে যেন থেকে না যায়।আসছে বছর আবার হবে এই স্লোগান নয়।এবার আমাদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কে বাঁচানোর জন্য গ্রস রুটে কাজ করতে হবে আর তা শুরু করতে হবে নিজেদের ঘর থেকে।আমাদের বাঙালিদের ঘর থেকে শুরু হউক বাংলা ভাষা বাঁচাও আন্দোলন।

আমরা প্রথমে নিজের নিজের ঘরে আমাদের ছেলে মেয়েদের সাথে ও নাতি নাতনিদের সাথে শুধু বাংলায় কথা বলবো হিন্দি বা ইংরেজিতে নয়।আমরা যারা বয়স্ক লোক ঘরে আছি নিজেদের ছেলে মেয়ে ও নাতি নাতনিদের কে সপ্তাহে একদিন বাংলা শিখাতে আরম্ভ করি।বাংলা শিখলে আমাদের ছেলে মেয়েরা ব্যাকডেটেড

হয়ে যাবে না বা মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।আমরা আমাদের যাবতীয় নিমন্ত্রণ গুলো গুলো কে যেমন, বিয়ে,শ্রাদ্ধ, পৈতে,অন্ন প্রাশন, জন্মদিন পালন,হরিনাম সংকীর্তন ও বিভিন্ন উৎসব আদি,হিন্দি ও ইংরেজির সাথে বাংলা তেও ছাপাবো,এটা প্রতিজ্ঞা করুন সবাই।এ ছাড়াও প্রতিটি বাংলা ক্লাব,মন্দির,সমিতি,আশ্রম,সংস্থা সংগঠন ব্যক্তিগত ভাবে ও সংযুক্ত ভাবে ঝাড়খন্ড সরকারের মুখ্য মন্ত্রী কে এই বছরের শত্র থেকে বাংলা মিডিয়াম স্কুল পুনরায় শুরু করার জন্য আবেদন করা করবো।বাংলা ভাষার বই ও বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত করার জন্য নিবেদন করবে তার সাথে সাথে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে নিজেদের ছেলে মেয়েদের কে পাঠানোর জন্য তৈরি থাকবো।এ ছাড়াও বাংলা বহুল জিলা গুলোতে বেসরকারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ও যেন একটি ভাষা বাংলা তে পড়ানোর জন্য অনুরোধ করবো যে সব বাংলা ভাষা ভাষী ছেলে মেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে তাদের জন্য।কোনো ভাষার সাথে আমাদের লড়াই ও বিরোধ নেই কিন্তু নিজেদের ভাষা ও যেন বেঁচে থাকে এটাও আমরা চাই।

ভাষার সাথে সাথে নিজেদের সংস্কৃতি কে ভালোবাসতে শিখুন।কারণ যে কোনো মানুষের পরিচয় তার ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে নিয়ে।মোম, ডেড ও ডিজে সংস্কৃতি থেকে নিজেদের ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি ও নিজেদের কে বাঁচান।যে কোনো অনুষ্ঠানে বাংলা গান বাজান।অশ্লীল হিন্দি ও বাংলা গান থেকে দূরে থাকুন।বার্থ ডে নয় জন্ম দিন পালন করুন,কেক কেটে ও মোমবাতি নিভিয়ে নয় প্রদীপ জ্বালিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে,মন্দিরে পুজো দিয়ে ও গরিবদের খাইয়ে জন্মদিন পালন করুন।শাড়ি ধুতি, শাখা, সিঁদুর, আলতা পরুন। এগুলো পরাধীনতার চিন্হ নয় এ গুলো আমাদের গর্ব।সন্ধ্যেবেলায় তুলসী তলায় প্রদীপ দিন ও শঙ্খ বাজান।গুরুবারে ঘরে লক্ষীর পাঁচালি পড়ুন।সবাই মিলে বাড়িতে একসাথে বসে হরিনাম করুন। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবৎ, কথামৃত পাঠ করুন।তরজা,কবিগান,বাউল,পদাব লী কীর্তন,শ্যামা সংগীত,রবীন্দ্র গীতি,নজরুল গীতি,রজনী গীতি আদি বাঙালিদের মৌলিক গানের উপর রুচি রাখুন।অশ্লীল পোশাক পরিচ্ছদ ও অশ্লীল নাচ গান ও অশ্লীল আচার আচরণ থেকে দূরে ঠাকুর।গুরুজনদের ভক্তি শ্রদ্ধা করুন ও মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে না পাঠিয়ে ঘরে রাখুন ও সেবা করুন।আমরা পশ্চিমী সভ্যতার হাওয়ায় অনেক দূর চলে গেছি,একটু দাঁড়ান ও পিছনে ফিরে তাকান।নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি কে রক্ষা করুন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
22:03:2023

ইন্টারপোলের রেড নোটিশ দিয়ে কি আরাভ খানকে বাংলাদেশে ফেরত আনা যাবে?

ঢাকা (এজেন্সী) : সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্বর্ণ ব্যবসায়ী আরাভ খানের বিরুদ্ধে ইন্টারপোল 'রেড নোটিশ' জারি করেছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আলমামুন। সোমবার দুপুরে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি থানার এনায়েত বাজার পুলিশ ফাঁড়ি উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। মি. মামুন বলেছেন, আরাভ খানের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে ইন্টারপোলের কাছে আবেদন করা হয়েছিল। ইন্টারপোল সেই আবেদন গ্রহণ করেছে। পুলিশ বলছে, এ আরাভ খানই ঢাকার স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ পরিদর্শক মামুন ইমরান খান হত্যা মামলার অন্যতম পলাতক আসামি রবিউল ইসলাম। এজন্য তাকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের ক্রিকেট তারকা সাকিব আল হাসান দুবাইয়ে রবিউল ইসলামের একটি গয়নার শোরুম উদ্বোধনে গেলে বিষয়টি আলোচনায় আসে।

রাশিয়াকে চীনের 'কৌশলগত পার্টনার' হিসেবে বর্ণনা করলেন শি জিনপিং

মস্কো (এজেন্সী) : চীনা নেতা শি জিনপিং এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আজ মঙ্গলবার তাদের আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করছেন। মি. শি এক রাষ্ট্রীয় সফরে গতকাল মস্কোয় পৌঁছেছেন।

চীনা প্রেসিডেন্ট রাশিয়া ও চীনকে কৌশলগত পার্টনার এবং বড় প্রতিবেশি শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। আজ মস্কোতে তার সফরের দ্বিতীয় দিনে মি. শি ভ্লাদিমির পুতিনকে এ'বছর তার সময় সুযোগমত চীন সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং বলেছেন মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগকে তিনি অগ্রাধিকার দেবেন।

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিশুস্তিনের সঙ্গে আজ ইতোমধ্যেই বৈঠক করেছেন শি জিনপিং এবং এই বৈঠকের সময় তিনি এসব কথা বলেছেন। রুশ সৈন্য ইউক্রেন আক্রমণ করার পর এটাই মি. শির প্রথম মস্কো সফর।

সফরের প্রথম দিন সোমবার দুই প্রেসিডেন্ট চার ঘণ্টারও বেশি সময় কথা বলেছেন এবং দুজন দুজনকে প্রিয় বন্ধু বলে উল্লেখ করেছেন। দুই নেতাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের আজকের আলোচনায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গও স্থান পাবে।

চীনা সরকার বলে আসছে এই যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের অবস্থান পক্ষপাতহীন, কিন্তু কোন কোন বিশ্লেষক মনে করেন বেইজিংএর শান্তি পরিকল্পনা আসল উদ্দেশ্য আড়াল করার জন্য একটা ধোঁয়াটে পর্দার মত এবং এই পরিকল্পনাকে সামনে রাখলে চীনের পক্ষে রাশিয়ার আক্রমণকে সমর্থন করা সহজ হবে। তবে জানা যাচ্ছে যে মি. শি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট মি, জেলেনস্কির সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলবেন। ইউক্রেনে রুশ হামলা শুরুর পর থেকে মি. শি ও মি. জেলেনস্কির মধ্যে কোন কথা হয়নি। চীন ইউক্রেন এবং রাশিয়াকে শান্তি আলোচনায় বসানোর ব্যাপারে রাজি করাতে পারবে এমন সম্ভাবনা কম হলেও চীনা নেতা শি জিনপিং এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে এই ভিডিও কল আদৌ হয় কিনা কিয়েভ সেই অপেক্ষায় রয়েছে।

এদিকে মি. শি যখন মস্কো সফর করছেন তখন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আকস্মিক এক সফরে একই সময়ে কিয়েভে পৌঁছেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। তিনিও আজ মি. জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে বসছেন। বিশ্লেষকরা মনে করছেন মি. শির মস্কোয় রাষ্ট্রীয় সফরের সময়ই জাপানি প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক কিয়েভ সফর চীনা প্রেসিডেন্টের ওপর বড় রকমের চাপ তৈরি করবে।

জাপানি প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর শেষ করে নিজের দেশে ফিরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি হঠাৎ করেই পরিকল্পনা বদলে পোল্যান্ডে পৌঁছেছেন এবং সেখান থেকে ট্রেনে কিয়েভ গেছেন।

মস্কোয় মি. শিএর সফরে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে কোনরকম অগ্রগতি হয়ত হবে না, কিন্তু চীনা ও জাপানি দুই নেতা তাদের সফরে ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং সার্বিকভাবে বিশ্ব শান্তির বিষয়গুলোকে কতটা গুরুত্ব বা অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তা নিয়ে তুলনামূলক কাটাছেঁড়া যে অবশ্যম্ভাবী হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

চীনা নেতার মস্কো সফরের প্রথম দিনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে বলেছেন, ইউক্রেন সংকট নিরসনে বেইজিংয়ের দেয়া প্রস্তাবগুলো তিনি পড়ে দেখেছেন এবং এ নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন।

দুই নেতার মধ্যে গতকালের দীর্ঘ আলোচনায় ইউক্রেন যুদ্ধ অবসান নিয়ে চীনের দেওয়া ১২ দফা শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হলেও তাদের আলোচনার বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

ক্রেমলিন শুধু জানিয়েছে যে দুই নেতা বিস্তারিতভাবে মত বিনিময় করেছেন এবং ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সাংবাদিকদের বলেছেন আজ দুই নেতার বৈঠকের পর আরও পরের দিকে এক যৌথ বিবৃতিতে তাদের আলোচনার বিষয়ে জানানো হবে।

গত মাসে এই ১২ দফা প্রস্তাব দেয় চীন। তবে এতে ইউক্রেন থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ নেই।

বরং এতে সব রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানানোর কথা, এবং সব পক্ষকে যৌক্তিক আচরণ করার বলা হয়েছে।

এদিকে, শুক্রবার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এনেছে এবং তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

চীন এই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে স্বীকৃতি দেয় না।

অমৃতপাল সিং ইস্যুতে বিদেশে ভারতের দূতাবাসগুলোয় হামলা

সানফ্রান্সিসকো : পাঞ্জাবে খালিস্তানপন্থী নেতা অমৃতপাল সিংকে আটক করার জন্য পুলিশের ক্র্যাকডাউনকে কেন্দ্র করে বিদেশে ভারতের একের পর এক দূতাবাস বা রাষ্ট্রদূতরা খালিস্তান সমর্থকদের হামলার মুখে পড়ছেন। পশ্চিমের যে সব দেশে বড়সড় শিখ জনসংখ্যা আছে সেখানেই এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ব্রিটেনের পর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার নামও এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে।

এদিকে আশি হাজার সদস্যের বিশাল বাহিনী নিয়েও পাঞ্জাব পুলিশ কেন এখনও অমৃতপাল সিংকে ধরতে পারছে না, সেই প্রশ্নেও আজ মঙ্গলবার পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট সরকারের কড়া সমালোচনা করেছে।

ফলে দেশের ভেতরে যেমন, তেমনি বাইরেও অমৃতপাল সিংকে আটক করার অভিযানের জেরে ভারতকে তীব্র অস্বস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে।

শনিবার বিকেলে পাঞ্জাবের জলন্ধরের কাছে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর বাহাত্তর ঘন্টারও বেশি কেটে গেলেও অমৃতপাল সিং এখনও ফেরার রয়েছেন, পুলিশ তার কোনও সন্ধান পায়নি। পুলিশের এই অভিযানের বিরুদ্ধে রবিবারই লন্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনের সামনে খালিস্তানপন্থী সংগঠনগুলো বিক্ষোভ দেখায়, একজন বিক্ষোভকারী দূতাবাসের প্রবেশপথে টাঙানো ভারতের তেরঙা জাতীয় পতাকাও টেনে নামিয়ে ফেলেন।

এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই সানফ্রান্সিসকোতেও ভারতের কনস্যুলেটের সামনে কয়েকটি শিখ সংগঠন বিক্ষোভ দেখাতে আসে, যা পরে রীতিমতো সহিংস হামলার চেহারা নিয়েছিল। সিটি পুলিশের বসানো অস্থায়ী নিরাপত্তা ব্যারিয়ার সরিয়ে বিক্ষোভকারীরা কনস্যুলেট ভবনের দিকে ধেয়ে যায়, সেখানেও ভারতের জাতীয় পতাকা নামিয়ে ফেলে টাঙিয়ে দেওয়া হয় দুটি হলুদ খালিস্তানি নিশান। গন্ডগোলের একটা পর্যায়ে খালিস্তানের পক্ষে স্লোগান দিতে দিতে তারা দূতাবাসের কর্মীদের ওপরও হামলা চালানোর চেষ্টা করে। হাতে লাঠি ও লোহার রড নিয়ে দূতাবাস ভবনের দরজা ও জানালাতেও জোরে জোরে বাড়ি মারতে দেখা যায় কয়েকজনকে।

কনস্যুলেট ভবনের দেওয়ালে স্প্রে পেইন্ট দিয়ে খালিস্তানের পক্ষে গ্রাফিতি এঁকে শেষ পর্যন্ত তারা বিদায় নেয়। দিল্লিতে শীর্ষ মার্কিন কূটনৈতিক কর্মকর্তা এলিজাবেথ জোনসকে ডেকে পাঠিয়ে ভারত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই হামলার ঘটনায় আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছে।

হোয়াইট হাউসের অন্যতম মুখপাত্র জন কার্বিও এই হামলাকে ভ্যান্ডালিজম বলে বর্ণনা করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (স্টেট ডিপার্টমেন্ট) ডিপ্লোম্যাটিক সিকিওরিটি সার্ভিস এই ঘটনায় সানফ্রান্সিসকোর স্থানীয় কর্তৃপক্ষর সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে বলেও তিনি জানান।

এদিকে কানাডায় প্রবাসী ভারতীয়দের একটি সংগঠন সে দেশে নিযুক্ত নতুন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সঞ্জয় কুমার ভার্মাকে সংবর্ধনা জানাতে সোমবার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারেতে ওই অনুষ্ঠানের বেশ কয়েকঘন্টা আগে থেকেই শ'দুয়েক খালিস্তান সমর্থক সেখানে জড়ো হয়ে ভারতবিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন। তাদের বেশ কয়েকজনের হাতে কৃপাণ বা তরবারিও ছিল, যা দুলিয়ে তারা খালিস্তানের পক্ষে আওয়াজ তুলছিলেন। তাদের বিক্ষোভের মুখে রাষ্ট্রদূত ভার্মা শেষ পর্যন্ত সারেতে গিয়েও ওই অনুষ্ঠানে যোগই দিতে পারেননি।

খালিস্তানিদের বিক্ষোভ কভার করছিলেন, এমন একজন ভারতীয় সাংবাদিককেও স্থানীয় পুলিশ সেখান থেকে জোর করে সরিয়ে দেয়।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরাতেও সে দেশের পার্লামেন্টের সামনে জড়ো হয়ে বেশ কয়েকটি খালিস্তানপন্থী সংগঠন আজ বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

এই বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য ছিল, অমৃতপাল সিংকে ধরার নামে বিশাল অভিযান চালিয়ে পাঞ্জাবে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে, আড়াই বছর আগে ভারতে যখন ব্যাপক কৃষক আন্দোলনের সময় যেমন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শিখ সংগঠনগুলো ভারতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল এখন আবার যেন অনেকটা সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে।

এদিকে অমৃতপাল সিংকে আটক করতে এখনও ব্যর্থ পাঞ্জাব পুলিশ আজ চন্ডীগড়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টেও আদালতের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে।

পাঞ্জাব সরকারের উদ্দেশে হাইকোর্টের বিচারপতিরা বলেন, আপনাদের ৮০,০০০ পুলিশ আছে, তারা কী করছে? কীভাবে অমৃতপাল সিং পালাতে পারল সেটা আমাদের বলুন। এটা রাজ্য পুলিশের চরম গোয়েন্দা ব্যর্থতা বলেও আদালত এদিন মন্তব্য করে। এর আগে পুলিশের তরফে আদালতকে জানানো হয় যে গত শনিবার থেকেই অমৃতপাল সিংকে ধরার জন্য বিশাল সাঁড়াশি অভিযান চালানো হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই ওই নেতার ১২০জন সঙ্গী ও সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু হাইকোর্ট যে এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন, সেটা বিচারপতিরা এর মধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

অমৃতপাল সিংকে ধরার অপারেশনের সবশেষ 'স্ট্যাটাস' বা পরিস্থিতি কী, তা নিয়ে আদালতে রিপোর্ট জমা দিতেও পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা।

'ইউক্রেন সংকট নিরসনে বেইজিংয়ের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবো' শি জিনপিংকে পুতিন

মস্কো : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন. 'ইউক্রেনে সংঘাত বন্ধে' শি জিনপিংয়ের ১২ দফা প্রস্তাব নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য এখন মস্কো সফরে রয়েছেন। 'আমরা আলোচনার জন্য সবসময় প্রস্তুত' বলেন মি. পুতিন। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম রাশিয়া সফর করছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

সোমবার প্রথম দফা আলোচনার পর মঙ্গবার কিছু পরের দিকে আবারো দুই নেতার আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসবার কথা রয়েছে। এদিকে, ইউক্রেনে রাশিয়ার 'যুদ্ধাপরাধ' বন্ধে ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর চাপ দিতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

সোমবার শি জিনপিং মস্কো নামার পর দুই নেতা পরস্পরকে 'প্রিয় বন্ধু' হিসেবে সম্বোধন করেন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে বলেছেন, 'ইউক্রেন সংকট নিরসনে' বেইজিংয়ের দেয়া প্রস্তাবগুলো তিনি পড়ে দেখেছেন এবং এ নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন। গত মাসে এই ১২ দফা প্রস্তাব দেয় চীন। তবে এতে ইউক্রেন থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ নেই। বরং এতে সব রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানানোর কথা, এবং সব পক্ষকে 'যৌক্তিক আচরণ' করার বলা হয়েছে।

চীন এখন রাশিয়ার বড় মিত্র। বেইজিং গত মাসে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে চীন একটি 'নিরপেক্ষ এবং ন্যায্য' অবস্থান নেবে এবং শান্তির লক্ষ্যে আলোচনার জন্য গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে।

চীনের প্রস্তাবে শান্তি আলোচনা এবং পরস্পরের জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার কথা আছে।

সোমবার রুশ প্রেসিডেন্ট মি. পুতিন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে 'ন্যায্যতার নীতি' মেনে চলা এবং 'প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য অখণ্ড নিরাপত্তা' নিশ্চিত করা নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানান।

গত কয়েক বছরে চীন ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে উল্লেখ করে মি. পুতিন আরো বলেন যে, আমরা এমনকি কিছুটা ঈর্ষাও বোধ করি। জবাবে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মি. পুতিনের নেতৃত্বে 'রাশিয়ার অগ্রগতি'র প্রশংসা করেন।

শি জিনপিংয়ের সফরের আগে চীনা সংবাদপত্রের জন্য লেখা এক নিবন্ধে মি. পুতিন বলেছেন, 'আক্রমণাত্মক' মার্কিন নীতির কারণে এই দুই দেশ কখনও দুর্বল হবে না।

তিনি আরও বলেন, মস্কো ও বেইজিংয়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক স্নায়ুযুদ্ধ যুগের তুলনায় এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। চীনের নেতার সঙ্গে বৈঠক নিয়ে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন মি. পুতিন।

এদিকে, সোমবার এই সফরের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে হোয়াইট হাউজের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি ইউক্রেন থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য মি. পুতিনের প্রতি মি. শি'কে আহ্বান জানানোর অনুরোধ করেছে।

এর আগে কিছু মার্কিন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, চীনা নেতার মস্কো সফরের পর প্রেসিডেন্ট শি এবং প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি টেলিফোনে কথা বলবেন। তবে এটি এখনো নিশ্চিত করা হয়নি।

ইউক্রেন মনে করে, প্রেসিডেন্ট শি মস্কোর এই সফরের মাধ্যমে বাকী বিশ্বকে এরকম একটা বার্তা দিতে চাইছেন যে রাশিয়ার কিছু মিত্র অন্তত আছে। ইউক্রেনের আশংকা, চীন এবং রাশিয়ার মধ্যকার বর্তমান সহযোগিতা যা বাণিজ্য এবং প্রযুক্তি খাতে সীমাবদ্ধ তা এখন সামরিক খাতেও বিস্তৃত হতে পারে। চীনের বিশাল অর্থনীতির পেছনে তেলের যোগান আসছে রাশিয়া থেকে। প্রেসিডেন্ট শি এমন এক সময়ে মস্কো সফরে গেলেন যার মাত্র একদিন আগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। এর আগে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে পশ্চিমা দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ রাশিয়াকে একঘরে করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট শি'র মস্কো সফরের কথা ঘোষণার ঠিক আগে বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা বলেন, আমার মনে হয় না চীন আসলে এখনো সেরকম একটা মূহুর্তে পৌঁছেছে, যখন তারা রাশিয়াকে অস্ত্র দিতে চায়, অস্ত্র দিতে প্রস্তুত। আবার আমার এটাও মনে হয় না যে, এই সফরের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে...মস্কোতে চীনা নেতার এই সফরই আসলে একটা বার্তা, তিনি আরো বলেন। মি. কুলেবা মনে করেন না যে এ সফরের কোন তাৎক্ষণিক ফল হবে। দুই দেশের মধ্যকার বর্তমান সম্পর্কের ব্যাপারে পশ্চিমা দেশগুলোর সতর্ক অবস্থান দেখা গেছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমা দেশগুলো চীনকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে রাশিয়ার কাছে অস্ত্র সরবরাহ না করতে। এর আগে শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল এই শান্তি আলোচনা একটি 'কৌশল' হতে পারে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছিলেন, 'নিজ শর্তে যুদ্ধ স্থগিত করার জন্য চীনের সহায়তায় রাশিয়ার কৌশলগত পদক্ষেপে বিশ্বকে বোকা বানানো উচিত নয়'। 'যুদ্ধবিরতির আহ্বান যেখানে ইউক্রেনের ভূখণ্ড থেকে রুশ বাহিনীকে অপসারণের কথা উল্লেখ নেই, সেটা কার্যকরভাবে রাশিয়ার বিজয়কে সমর্থন করবে' - বলেন মি. ব্লিঙ্কেন।